গাজায় যুদ্ধ বন্ধের দাবিতে দেশে দেশে বিক্ষোভ, সংঘর্ষ

সারে-জমিন

নির্যাতিতার সুবিচারের দাবিতে বাম ডেপুটেশন

রূপসী বাংলা

হরিয়ানা: কংগ্রেসের জয়ের সম্ভাবনায় ফিকে হচ্ছে বিজেপি

সম্পাদকীয়

নির্যাতিতা সুবিচারের দাবিতে পদযাত্রা নওশাদের

সাধারণ

হার্দিকের ব্যাটে ৪৯ ওভার বাকি থাকতেই ভারতের জয়

খেলতে খেলতে

আপনজন

APONZONE
Bengali Daily

ইনসাফের পক্ষে নির্ভীক কণ্ঠস্বর

সোমবার
৭ অক্টোবর, ২০২৪
২১ আশ্বিন ১৪৩১
৩ রবিউস সানি, ১৪৪৬ হিজরি
সম্পাদক
জাইদুল হক

Vol.: 19 ■ Issue: 273 ■ Daily APONZONE ■ 7 October 2024 ■ Monday ■ Kolkata ■ RNI: WBBEN/2004/14450 ■ Price: Rs. 5.00 ■ Pages: 6 ■ www.aponzonepatrika.com/epaper.php ■ aponzone@gmail.com

বিমানের মধ্যে মুমূর্ষু রোগীকে বাঁচিয়ে 'ত্রাতা' হয়ে উঠলেন ডা. শামিম ও তার স্ত্রী ডা. নাজনিন

এম মেহেদী সানি ● কলকাতা

আপনজন: উড়ন্ত বিমানে অসুস্থ এক পরিযায়ী শ্রমিকের আপৎকালীন চিকিৎসা সেবা দিয়ে প্রাণে বাঁচানোয় বিমানযাত্রী ও কর্মীরা বিশেষভাবে সম্মান জানালেন আল আমীন মিশনের প্রাক্তনী তথা বেসরকারি হাসপাতালে কর্মরত ডিএম এন্ট্রান্সে দেশের মধ্যে প্রথম হওয়া তরুণ বাঙালি চিকিৎসক ডা. এমএম শামিম ও তাঁর স্ত্রী ডা. নাজনিন পারভিন। তারা বেঙ্গালুরুর ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অফমেন্টাল হেলথ অ্যান্ড নিউরো সায়েন্স-এর বার্ষিক সমাবর্তন শেষে বিমানে করে কলকাতায় ফিরছিলেন। ঘটনাটি ঘটেছে শনিবার। শনিবার একটি ইন্ডিগোর 6E503 ফ্লাইট বেঙ্গালুরুর কেম্পেগৌড়া আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের টার্মিনাল-১ থেকে টেক অফ করে। যাত্রা শুরুর কিছু পরে, কেরালায় শ্রমিক হিসাবে কাজ করা পশ্চিমবঙ্গ-ভিত্তিক একজন ব্যক্তির শ্বাসকষ্টের সমস্যা দেখা দেয়। তখন কেবিন ক্রু চিৎকার করে বলেন, প্লেনে কি কোন ডাক্তার আছেন, দয়া করে এসে আমাকে সাহায্য করুন? তখন এই তরুণ চিকিৎসক মেডিসিনে ডিএম (নিউরো) ডা. এমএম শামিম ও তাঁর স্ত্রী শিশু রোগ বিশেষজ্ঞ ডা. নাজনিন পারভিন ওই রোগীর সাহায্যে এগিয়ে আসেন। তারা নিরবচ্ছিন্ন চিকিৎসা সেবার মধ্যে দিয়ে কলকাতা বিমানবন্দরে পৌঁছলে যাত্রীদের তরফে বিশেষ সম্মানান

বেঙ্গালুরুর 'নিমহানস' মেডিকেল কলেজের সমাবর্তনে ডা. নাজনিন পারভিন, ডা. এম এম শামিম, শামিমের মা রেহেনা বেগম ও বাবা হাবিবুর রহমান মন্ডল। (পাশে) কলকাতা বিমানবন্দরের ডাক্তারদের হাতে রোগীকে তুলে দেওয়ার পর স্বস্তির হাসি ডাক্তার দম্পতির।

জানানো হয় ডা. শামিম ও তার স্ত্রী নাজনিনকে। সেই ছবি ও ওই দুই বাঙালি ডাক্তারের মানবসেবার কথা দেশের বিভিন্ন সর্বভারতীয় সংবাদমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়ে। এখবর জানতে পেরে দৈনিক আপনজন-এর তরফে যোগাযোগ করা হয় ডা, শামিম ও ডা. নাজনিনের সঙ্গে। মুঠোফোনে ডা. শামিম ও ডা. নাজনিন 'আপনজন'কে শোনার তাদের সেই অনন্য চিকিৎসা সেবার কথা। শুধু তাই নয়, উড়ন্ত বিমানের মধ্যে ঠিক কি পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছিল সে কথাও অকপটে তারা বর্ণনা করেন। ডা. শামিম বলেন, আমরা গোল্ড মেডেল আনতে গিয়েছিলাম ব্যাঙ্গালোর। গতকাল আমরা ফিরছিলাম ব্যাঙ্গালোর থেকে কলকাতা ১০.১৫ এর বিমানে। যখন আমরা বিমানে উঠলাম একসঙ্গেই বসেছিলাম। প্রায় আধাঘন্টা যাওয়ার পর হঠাৎ করে বিমানে একটা জরুরি ঘোষণা করল। এখানে একটা যাত্রী অসুস্থ তার শ্বাস কষ্ট হচ্ছে। বিমানে যদি কোনও ডাক্তার বা নার্স থাকেন তাহলে দয়া করে আমাদের সাহায্য করবেন। বিমান তখন প্রায় অনেক উঁচুতে আধা ঘন্টার বেশি হয়েছে ছেড়েছে বিমানটি। আমরা দেখলাম কেউ উঠছে না। তখন আমার স্ত্রী নাজনিন পারভিন তাড়াতাড়ি ছুটে গেলেন ওই অসুস্থ যাত্রীর কাছে। গিয়ে দেখে রোগীটির তখন রক্ত বমি হচ্ছে এবং শ্বাস নিতে পারছেনা। প্রচণ্ড কষ্ট হচ্ছে। তখন সঙ্গে সঙ্গে আমার স্ত্রী আমাকে জানায় বিষয়টা। তখন আমিও যাই এবং দুজনে মিলে রোগীটির চিকিৎসা শুরু করি। আমরা বিমানের যারা ছিল তাদের বলি এমার্জেন্সি কি কি আছে তাদের কাছে। তার পর ওরা কিছু জিনিস আনলে আমার স্ত্রী তাড়াতাড়ি করে রোগীর হাতে চ্যানেল করে স্যালাইন চালু করে দেয়। আমরা অক্সিজেন সিলিন্ডার আনতে বলি। সাথে সাথে অক্সিজেনও চালু করে দিই। একজন সহযাত্রী আমাদেরকে অক্সিমিটার দিয়ে সাহায্য করেন। কিছু সময় পর আস্তে আস্তে রোগীর রক্ত বমিটা বন্ধ হয়ে যায়। কিন্তু তবুও আমরা পুরোপুরি নিশ্চিন্ত হতে পারছিলাম না। তখন আরও একজন ডাক্তার এসে সাহায্য করেন। ডা. শামিম ও তার স্ত্রী নাজনিন আরও জানান, আমাদের বিমান তখন ভুবনেশ্বরের কাছাকাছি। পাইলট আমাদেরকে জিজ্ঞাসা করলেন এমার্জেন্সি ল্যান্ডিং করতে হবে কি না। কিন্তু তাতে সবার সমস্যা এবং সেখানে ওই পরিবারের আদৌ চিকিৎসা করানোর মতো সক্ষম নয়। রোগীর পুত্র বলেছেন তারা গরিব, তাই তারা কলকাতায় পিজি হাসপাতালে ভর্তি করাতে চান। আমার স্ত্রী এবং আমি দুজনেই বললাম আমরা এই রোগীকে কলকাতা পর্যন্ত নিয়ে যাব সেই ব্যবস্থা করার চেষ্টা করছি। আমরা বললাম খুব বেশিক্ষণ এই রোগীকে এই ভাবে রাখা সম্ভব নয়, যত দ্রুত সম্ভব হাসপাতালে ভর্তি করা উচিত। আমার পাইলটকে জিজ্ঞাসা করলাম কলকাতা যেতে এখনো কত সময় লাগবে পাইলট বলল এখনো দেড় ঘণ্টা। এই সময় এক বয়স্ক ভদ্রলোক প্রায় ৮০ বছর বয়স হবে তার কিছু হার্ট এর ওষুধ আমার কাছে আছে ইমার্জেন্সিতে ব্যবহার করার জন্য। কিন্তু এই ওষুধ গুলো এই মুহূর্তে লাগবে না এই রোগীর চিকিৎসার ক্ষেত্রে। তবুও আমার সারাক্ষণ দেখাশোনা করে সুস্থ ভাবে রোগীকে নিয়ে কলকাতা পৌঁছতে সক্ষম হয়। তার পর আমরা রোগীর সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করে জানতে পারি রোগীর কিডনির সমস্যা আছে। লিভারের সমস্যা আছে। অনেক ইনফেকশন আছে। তার জন্য মুখ দিয়ে রক্ত উঠছিল। আমরা কলকাতা পৌঁছে নামার আগে আবার একবার দেখতে গেলাম এবং বিমান বন্দরের ডাক্তারের হাতে রোগীকে তুলে দেওয়া পর্যন্ত আমরা রোগীর কাছেই ছিলাম।

তারা আরও জানান, আমরা যখন বিমান বন্দরে নেমে যখন আমাদের ব্যাগ সংগ্রহ করছি তখন ওই ভদ্রলোক আবার আমাদের কাছে আসে এবং বলেন যে আপনারা এত সাহায্য করলেন রোগীকে এমার্জেন্সি ল্যান্ডিং করতে লাগলো কত মানুষের সময় বাঁচল কিন্তু পাইলট তো আপনাদের একটা ধন্যবাদও জানালেন না। সাধারণত বিমানে এরকম কিছু হলে পাইলট ধন্যবাদ জানায়। কিন্তু এটা না করে পাইলট খুব খারাপ কাজ করলেন। তখন আমরা বললাম দেখুন আমরা তো এটা ভাবিনি এই কাজের জন্য পাইলট আমাদের ধন্যবাদ দেবেন। আমরা তো আমাদের দায়িত্ব পালন করেছি। তখন ওই ভদ্রলোক সব যাত্রীদের দাঁড় করিয়ে আমাদেরকে একটা ধন্যবাদ জানালেন। শামিল হন বিমানবন্দরের কর্মীরাও। তখন উনি আমাদের একটা ছবি তোলেন। উল্লেখ্য, ডা. শামিম আল আমীন মিশনের প্রাক্তনী। তার বাড়ি হাওড়ায়। আর তার স্ত্রী নাজনিনের বাড়ি কোচবিহার। দুজনেই শিলিগুড়ির বেসরকারি হাসপাতালের ডাক্তার।

নাবালিকা 'ধর্ষণ-খুনে' দোষীর ৩ মাসের মধ্যে ফাঁসির দাবি মমতার

আপনজন ডেস্ক: পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় রবিবার দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলায় ১০ বছরের এক নাবালিকাকে ধর্ষণ-হত্যার মামলা পকসো আইনে নথিভুক্ত করার এবং দোষীদের তিন মাসের মধ্যে মৃত্যুদণ্ড নিশ্চিত করার আশ্বাস দিয়েছেন।

বেশ কয়েকটি দুর্গাপুজোর ভার্চুয়াল উদ্বোধনের পর কলকাতা পুলিশের বডি গার্ড লাইন্সে বক্তব্য রাখতে গিয়ে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, অপরাধের কোনও রঙ, জাতপাত বা ধর্ম হয় না।

তিনি বলেন, 'পশ্চিমবঙ্গে তিনটি মামলা রয়েছে যেখানে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হয়েছে। আমি চাই পুলিশ পকসো আইনে কুলতলির মামলাটি নথিভুক্ত করুক এবং তিন মাসের মধ্যে দোষীদের মৃত্যুদণ্ড নিশ্চিত করুক। তিনি আরও বলেন, অপরাধ তো অপরাধই; এখানে কোনো ধর্ম বা জাতপাত নেই। অপরাধীদের বিরুদ্ধে কড়া ব্যবস্থা নিতে হবে। ধর্ষণ মামলায় 'মিডিয়া ট্রায়াল'-এর বিরোধিতা করে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, এগুলি অবশ্যই বন্ধ করতে হবে। কারণ এটি তদন্তকে বাধাগ্রস্ত করতে পারে। মেয়েটির দেহ উদ্ধারের পরে কুলতুলিতে বিক্ষোভের কথা উল্লেখ করে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, সোশ্যাল মিডিয়ায় দেখানো "খারাপ ভিডিও"- এর বিরুদ্ধেও তাদের প্রতিবাদ করা উচিত যা শিশুদের নষ্ট করছে এবং অপরাধের দিকে ঝুঁকছে। মমতা বলেন,"যারা প্রতিবাদ করছেন,

আমি বলব দয়া করে এটি করুন। কারণ এটি আমাদের আরও শক্তিশালী হতে সহায়তা করে এবং এটি আপনার গণতান্ত্রিক অধিকারও। কিন্তু মনে রাখবেন সোশ্যাল মিডিয়ায় দেখানো ওই বাজে ভিডিওগুলো শিশুদের নষ্ট করে দিচ্ছে এবং শিশুদের মধ্যে ক্রাইম ফ্যাক্টর বাড়ছে। কিন্তু আমি তাদের দায়ী করছি না।

তিনি বলেন, পশ্চিমবঙ্গে ছোটখাটো ঘটনা ঘটলেও অনেক হইচই হয়। কিন্তু অন্য কোথাও একই ধরনের ঘটনা ঘটলে মানুষ নীরব থাকে। ভুয়ো ভিডিও তৈরিতে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (এআই) ব্যবহার করা হচ্ছে বলে অভিযোগ করে মুখ্যমন্ত্রী জনগণকে সতর্ক করে দিয়ে বলেছেন, সঠিকভাবে যাচাই না করে তাঁর বক্তৃতা দেওয়ার কোনও ভিডিওকে অন্ধভাবে বিশ্বাস করবেন না।

এ প্রসঙ্গে মমতা বলেন, আজকে সাইবার ক্রাইম প্রচণ্ড আকার ধারণ করেছে এবং সাইবার জালিয়াতরা অপরাধীদের সহায়তা করছে। মুখ্যমন্ত্রী সাধারণ মানুষের মধ্যে সচেতনতা বাড়াতে মহিলাদের ভুয়া ভিডিওগুলি শনাক্ত করে সোশ্যাল পোস্ট করার আহ্বান জানান।

বজবজ ইনস্টিটিউট অফ নার্সিং

চন্ডিপুর মোড় ❑ বিরলাপুর রোড ❑ বজবজ ❑ দঃ ২৪ পরগণা কলকাতা - ৭০০১৩৭

সাফল্যের দ্বিতীয় বছর

BUDGE BUDGE INSTITUTE OF NURSING
EMPOWERING COMPASSIONATE MALE NURSES
A Project of Amanat Foundation

আর ভিন রাজ্যে নয়!
ছেলেদের নার্সিং স্কুল
এখন
কলকাতার
বজবজে

২০২৪-২৫ বর্ষে
GNM
কোর্সে
ভর্তি চলছে

ডাঃ ফারুক উদ্দিন পুরকাইত (ডিরেক্টর)
MBBS, MD, Dip Card

যোগাযোগ
6295 122 937
9732 589 556
https://bbinursing.com

❑ অভিজ্ঞ প্রফেসর ডাক্তার দ্বারা পরিচালিত।
❑ আধুনিক সুসজ্জিত ল্যাবরেটরি, লাইব্রেরি।
❑ ৩০০ বেড সমৃদ্ধ ইউনিপন হাসপাতাল, আরতি হাসপাতাল ও আশ শিফা হাসপাতালে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা।
❑ উন্নত পরিকাঠামোযুক্ত সুপরিসর ভবন।

ওয়েস্ট বেঙ্গল নার্সিং কাউন্সিল অনুমোদিত
এবং ইন্ডিয়ান নার্সিং কাউন্সিল অনুমোদিত

অন্য প্রতিষ্ঠানের তুলনায় অনেক কম কোর্স ফিজ
স্কলারশিপ, স্টুডেন্ট ক্রেডিট কার্ডের ব্যবস্থা আছে

সায়েন্স / আর্টস / কমার্স---
যেকোন স্ট্রিমে HS-এ
40% নম্বর পেলেই ভর্তি হতে পারবেন

❖ মুহাম্মদ শাহ আলম, চেয়ারম্যান ❖ ডঃ মোশারফ হোসেন, ভাইস-চেয়ারম্যান ❖ ডাঃ সুনন্দ জানা, সি.ঈ.ও.

প্রথম নজর

পুজোর মুখে মালদায় বোমা উদ্ধার, চাঞ্চল্য

দেবাশীষ পাল ● মালদা

আপনজন: বোমা ঘিরে চাঞ্চল্য। পুজোর মুখে মালদায় বোমা উদ্ধার।রবিবার সাত সকালে পুরাতন মালদা পৌরসভার ৯নং ওয়ার্ডের মঙ্গলবাড়ি স্কুলপাড়ায় কালী মন্দির লাগোয়া এক ফাঁকা জায়গায় বোমার মতো একটি বস্তু পড়ে থাকতে দেখে পাই এলাকাবাসী। এলাকাবাসীর সন্দেহ হয় তড়িঘড়ি খবর দেয় মালদা থানায়। খবর পেয়ে ছুটে আছে মালদা থানার পুলিশ। পুলিশ এসে সনাক্ত করে বোমা।তড়িঘড়ি বোমাটিকে তাদের নিজের হেফাজতে নেই পুলিশ। উদ্ধার বোমা বিস্ফোরণ ঘটিয়ে নিষ্ক্রিয় করল মালদা থানার পুলিশ। রবিবার এই বোমা নিষ্ক্রিয় করার ঘটনায় চাঞ্চল্য তৈরি হয় মঙ্গলবাড়ি মহানন্দা ব্রীজ এলাকায়। পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, রবিবার সাত সকালে পুরাতন মালদা পৌরসভার ৯নং ওয়ার্ডের মঙ্গলবাড়ি স্কুলপাড়ায় কালী মন্দির লাগোয়া এক ফাঁকা জায়গায় বোমার মতো একটি বস্তু পড়ে থাকতে দেখা যায়। যাকে কেন্দ্র করে এলাকায় জোর চাঞ্চল্য ও আতঙ্ক তৈরি হয়।

বিশ্বনবী দিবস উদযাপন ও প্রতিযোগিতা

নিজস্ব প্রতিবেদক ● হাওড়া

আপনজন: উলুবেড়িয়া থানার বহিরা অঞ্চলের ঐতিহ্যবাহী বহিরা প্রগতি সংঘের পরিচালনাতে অনুষ্ঠিত হল ৪০ তম বর্ষ বিশ্বনবী দিবস, এদিন মাগরিবের পর তিলাওয়াতে কুরআন পাঠ করে উদ্বোধন করেন হাফিজ ফরিদুল ইসলাম। শতাধিক ছেলে ও মেয়ের মধ্যে কেরাত, গজল ও আবৃত্তি প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। বিচারক হিসাবে উপস্থিত ছিলেন আলিপুকুর জামে মসজিদের ইমাম জনাব মাওলানা মুজাফফর হুসাইন সাহেব, শিক্ষক শেখ তাজাম্মুল হোসেন, সারদা তাজপুর হাই মাদ্রাসার শিক্ষক মাওলানা শেখ মুহাম্মদ কালিমুল্লাহ, হাফিজ সাহাবুদ্দিন,শিক্ষক শেখ মঈদুল ইসলাম। প্রতিযোগিতার সফলদের পুরস্কৃত করা হয়। বক্তব্য রাখেন মাওলানা বায়জিত আনসারী। সভাপতিত্ব করেন শেখ আব্দুল জব্বার, উপস্থিত ছিলেন ক্লাব সভাপতি নাসিমুল নাসাদ মোল্লা, সম্পাদক শেখ নাজিম মেহমুদ ও সাংস্কৃতিক সম্পাদক মোহাম্মদ আসিফ।

আল-আমীনের ভর্তি পরীক্ষায় অংশ নিল ৩০ হাজারের বেশি পড়ুয়া

বিভিন্ন জেলায় ৭২ টি কেন্দ্রে অনুষ্ঠিত হল পঞ্চম থেকে নবম শ্রেণির প্রবেশিকা পরীক্ষা

নিজস্ব প্রতিবেদক ● কলকাতা

আপনজন: রাজ্যের শীর্ষ বেসরকারি সংখ্যালঘু শিক্ষা প্রতিষ্ঠান আল আমীন মিশনে পঞ্চম থেকে নবম শ্রেণি পর্যন্ত ভর্তির প্রবেশিকা পরীক্ষা নির্বিঘ্নে অনুষ্ঠিত হল রবিবার। আল আমীন মিশন সূত্রে জানা গেছে রাজ্যের বিভিন্ন জেলায় ৭২ টি পরীক্ষা কেন্দ্রে এই প্রবেশিকা অনুষ্ঠিত হয়। তাতে প্রায় ৩০ হাজারেরও বেশি পরীক্ষার্থী অংশ নেয়। আল আমীন মিশন সূত্র জানিয়েছে, রাজ্যের এক উল্লেখ্যযোগ্য সংখ্যক অভিভাবক তার সন্তানের উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ গড়ার লক্ষ্যে তাদের প্রথম পছন্দ হিসেবে আল-আমীন মিশনে ভর্তি করার ক্ষেত্রে আগ্রহী হয়ে পড়েন। সারা বছর ধরে তাই অভিবাবকরা অপেক্ষা করে থাকে প্রবেশিকা পরীক্ষার দিনের জন্য। সেই প্রতীক্ষার অবশেষে অবসান হল রবিবার। এ ব্যাপারে মুর্শিদাবাদের এক পরীক্ষাকেন্দ্রের একজন অভিভাবক যিনি পেশায় হাইস্কুলের বাংলার শিক্ষক তিনি জানান, এলাকায় বিজ্ঞান বিভাগের উচ্চ মাধ্যমিক স্কুল থাকলেও টিউশন পড়ার জন্যে মেয়েকে আরও বেশ খানিকটা দূরে যেতে হবে। সেকারণে তিনি ও তার স্ত্রী সিদ্ধান্ত নিয়েছেন সন্তানকে আল-আমীনে ভর্তি করবেন। তাদের লক্ষ্য আল-আমীনে বিজ্ঞান বিভাগে উচ্চ মধ্যমিকের পর রসায়ন বিষয়ে স্নাতক ও স্নাতকোত্তর ডিগ্রী অর্জন। তিনি আরও বলেন, আমরা জানি মিশনে পঞ্চম শ্রেণি থেকেই বিজ্ঞানের সমস্ত বিষয়ের গুরুত্ব আরোপ করা হয়। এর ফলে বহু গ্রামীণ পরিবারের ছেলেমেয়েদের উচ্চ মাধ্যমিকে বিজ্ঞানভীতি কেটে যাচ্ছে। তারা উচ্চ মাধ্যমিকে বিজ্ঞান বিভাগে ভালো ফলও করছে। পাশে দাঁড়ানো অন্য অভিভাবক ও অভিভাবিকাগণও শিক্ষকের ওই কথায় সায় দিলেন। দক্ষিণ ২৪ পরগণা জেলার এক পরীক্ষাকেন্দ্রে একজন অভিভাবকের সঙ্গে আলাপ হয়। জানলাম তিনি এক মসজিদে ইমামতি করেন। সামান্য আয়েই চলে সংসার। পাশে দাঁড়িয়ে থাকা ছেলের কাছ থেকে নামধাম ও কোন শ্রেণিতে পড়ে জানলাম। গ্রামের নিকটবর্তী একটি হাইস্কুলে ষষ্ঠ শ্রেণিতে পড়ে সে। তার এক আত্মীয়ার কাছে সে শুনেছে মিশনে পড়লে মাধ্যমিকে ভালো রেজাল্ট হয়। ইমাম সাহেবও বললেন, তাঁরও ইচ্ছে ছেলেকে আল-আমীনে পড়াবার। কারণ ওই স্কুলের রেজাল্ট খুব ভালো এবং সেখানে ইসলামি পরিমণ্ডলেও থাকা যায়। খরচাপাতির কথা জিজ্ঞাসা করলে, তিনি জানান শুনেছি ইমামদের ছেলে-মেয়েদের জন্যে মিশনের সেক্রেটারি স্যার বিশেষ ছাড় দিয়ে থাকেন। এছাড়া ছেলের মামাও কিছুটা সহায়তা করবেন বলে সাহস করে পরীক্ষায় বসাতে ছেলেকে এনেছি।

সংখ্যালঘু সমাজের সফল মেধাবী ছাত্র-ছাত্রী গত কয়েক দশকে বেড়েছে। এর পিছনে রয়েছে আবাসিক শিক্ষা আন্দোলনের অগ্রদূত আল-আমীনের বিশেষ অবদান। চার দশক ধরে সংখ্যালঘু সমাজের ছাত্র-ছাত্রীদের শিক্ষাক্ষেত্রে অতুলনীয় রেজাল্ট রাজ্যজুড়ে এক উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন ঘটিয়েছে। ফলে দিন দিন মিশনের প্রবেশিকা পরীক্ষার পরীক্ষার্থীর সংখ্যা বাড়ছে। ক্লাসরুম ও হস্টেলে স্থান সংকুলানের অভাবেই বহু মেধাবী ছাত্র-ছাত্রীর মিশনে পড়াশোনা সম্ভব হয়ে ওঠে না বলে জানালেন মিশন কতৃপক্ষ। যদিও ১৯৮৭ সালের মাত্র ৭ জন আবাসিক পড়ুয়ার সংখ্যা বাড়তে বাড়তে বর্তমানে প্রায় ২০ হাজারের অধিক হয়েছে। প্রাক্তনীর সংখ্যা চল্লিশ হাজারের অধিক।

এবছর পরীক্ষার্থীর সংখ্যা ছিল ৩০১৮১ জন। পরীক্ষায় বসেছে ২৯১৮৮ জন ছাত্রছাত্রী (ছাত্র ১৬৮৬৩ এবং ছাত্রী ১২৩২৫)। পরীক্ষাকেন্দ্র ছিল ৭২ টি। মুর্শিদাবাদ, মালদহ-সহ আরও দু-একটি জেলার কয়েকটি পরীক্ষাকেন্দ্রে পরীক্ষার্থীর সংখ্যা হাজারের অধিক এবং কয়েকটি কেন্দ্রে হাজারের কাছাকাছি ছিল। আল-আমীনের নিজস্ব ৩৭ টি শাখা ছাড়াও মিশনের সহযোগী শিক্ষালয়ের ৩-টি অর্থাৎ মোট ৪০-টি আবাসিক প্রতিষ্ঠানে ভর্তির সুযোগ পাবে পরীক্ষার্থীরা। মিশনের সর্ববৃহৎ এই প্রবেশিকা পরীক্ষা ছাড়াও বছরের বিভিন্ন সময়ে ইংরেজি মাধ্যমের পঞ্চম থেকে নবম শ্রেণি, বাংলা ও ইংরেজি মাধ্যমের একাদশ (বিজ্ঞান) শ্রেণি, নিট (ইউজি), ইঞ্জিনিয়ারিং, ডব্লিউবিসিএস প্রভৃতির প্রবেশিকা পরীক্ষাও অনুষ্ঠিত হয়। এবছর ইংরেজি মাধ্যমের জন্য ফর্ম দেওয়া শুরু হবে ২০ নভেম্বর থেকে। প্রত্যেক পরীক্ষার্থীর হাতে এবছর আল-আমীনের তরফে সদ্য প্রকাশিত 'আল-আমীন বার্তা' তুলে দেওয়া হল। নিট (ইউজি), জেইই (মেইন ও আডভান্স), ডব্লিউবি জেইই-এর পাশাপাশি মাধ্যমিক, উচ্চ মাধ্যমিক ও সিবিএসই (দশম ও দ্বাদশ) পরীক্ষায় মিশনের ছাত্র-ছাত্রীদের অতুলনীয় সাফল্যের কাহিনী পত্রিকায় সংক্ষিপ্তাকারে তুলে ধরা হয়েছে। প্রত্যন্ত গ্রামীণ পরিবারের মেধাবী ছেলেমেয়ের পরিশ্রম ও মিশনের পড়াশোনার প্রক্রিয়া পাঠের মাধ্যমে পড়ুয়ারা উৎসাহিত ও উজ্জীবিত হওয়ার পাশাপাশি প্রতিকূল পরিস্থিতিতেও নিজেদের অদম্য লড়াই বজায় রাখতে সক্ষম হবে। এতো বড়ো পরীক্ষার আয়োজন ও নির্বিঘ্নে সম্পন্ন করার জন্যে আল-আমীন মিশনের সাধারণ সম্পাদক এম নুরুল ইসলাম অ্যাডমিশন টেস্ট বিভাগের সংশ্লিষ্ট মিশনের পুরো টিমকে মুবারকবাদ জানিয়েছেন। সেই সঙ্গে তিনি সমস্ত অভিভাবক অভিভাবিকাদের সহযোগিতার প্রতি কৃতজ্ঞতা এবং পরীক্ষার্থীদের শুভেচ্ছা জানিয়েছেন। তিনি বলেন, মিশন শুরু থেকেই মেধাবী ছাত্র-ছাত্রীদের মেধার অকালপতন রোধে সক্রিয়। আর্থিক প্রশ্নে সব সময়ই দুঃস্থ ছাত্র-ছাত্রীদের পাশে আমরা থাকি কিন্তু মেরিট নিয়ে মিশনের নীতি বরাবরই অনমনীয়। কারণ তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতাময় যুগে মেরিটের সঠিক অনুশীলন বিনা সাফল্য অসম্ভব। পাশাপাশি তিনি উল্লেখ করেন যে, এতিম ও ইমাম সাহেবদের সন্তানদের জন্যে আমরা সহানুভূতিশীল হয়ে থাকি। এই ভাবনা থেকে এতিমদের বিশেষ পর্যবেক্ষণসহ পাঠদানের উদ্দেশ্যে তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণিতেই ভর্তি করা হচ্ছে। প্রায় ৫০ জন এতিম ও দুঃস্থ আবাসিক ছাত্র-ছাত্রী মিশনের 'শান্তিনীড়'-এ ইতিমধ্যেই পড়াশোনা করছে। এবছর শান্তিনীড়ে ভর্তির জন্যে ফর্ম দেওয়া হবে ৩১ অক্টোবর থেকে। আজকের এই শুভক্ষণে তিনি আরও বলেন, নিউটাউনে নির্মাণাধীন আল-আমীন মিশন ইন্সটিটিউট ফর এডুকেশন রিসার্চ অ্যান্ড ট্রেনিং-এ ৭ জুলাই থেকে নিট (ইউ জি)-এর আবসিক কোচিং শুরু হয়েছে। এমাসের প্রথম দিকেই শুরু হতে যাচ্ছে নবপর্যায়ের ডব্লিউ.বি.সি.এস. কোচিংয়ের ব্যবস্থাও। উল্লেখ্য, মাধ্যমিক পর্যায়ের এই প্রবেশিকা পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশিত হবে ৩১ অক্টোবর ২০২৪। মিশনের ওয়েবসাইট www.alameenmission.org থেকে ফলাফল জানা যাবে। এছাড়া সফল পরীক্ষার্থীদের মোবাইল নম্বরে এসএমএস মারফতও ফলাফল জানানো হবে।

পুজোর আগে বকেয়া বেতনের দাবিতে বাঁকুড়া মেডিক্যালে কর্মবিরতি

সঞ্জীব মল্লিক ● বাঁকুড়া

আপনজন: পুজোর আগে বকেয়া বেতন ও বোনাসের দাবীতে আজ থেকে লাগাতার কর্মবিরতি শুরু করলেন বাঁকুড়া সম্মিলনী মেডিক্যাল কলেজের সুপার স্পেশালিটি ভবনে বরাতপ্রাপ্ত ঠিকা সংস্থার অস্থায়ী কর্মীরা। অস্থায়ী ভাবে কর্মরত ওয়ার্ড বয় থেকে শুরু করে নিরাপত্তা রক্ষীরা কর্মবিরতি শুরু করায় নতুন করে চিকিৎসা পরিসেবায় ব্যাঘাত ঘটার আশঙ্কা তৈরী হয়েছে বাঁকুড়া সম্মিলনী মেডিক্যাল কলেজের ওই ভবনে। এখানের সুপার স্পেশালিটি ভবনে কার্ডিওলজি, নিউরোলজি, ইউরোলজি সহ বিভিন্ন বিভাগের ইনডোর পরিসেবা ছাড়াও রয়েছে আউটডোর পরিসেবা। এই ভবনের ওয়ার্ড বয় থেকে শুরু করে নিরাপত্তারক্ষী ও হাউস কিপিং কর্মী সরবরাহের দায়িত্বে রয়েছে একটি বেসরকারী ঠিকা সংস্থার। সেই সংস্থার অধীনে প্রায় ৯০ জন অস্থায়ী কর্মী হাসপাতালের ওই ভবনে কাজ করেন। এই কর্মীদের দাবী প্রায় দুমাসের বেতন বকেয়া থাকার পাশাপাশি প্রতিশ্রুতি দেওয়া সত্বেও এখনো পর্যন্ত বরাত প্রাপ্ত বেসরকারি সংস্থা বোনাস দেয়নি। ফলে পুজোর মুখে চূড়ান্ত সমস্যায় পড়েছেন তাঁরা। বারেবারে বিষয়টি সংস্থার আধিকারিকদের জানানো হলেও কোনোরকম সুরাহা না হওয়ায় আজ সকাল থেকে নিজেদের কাজ বন্ধ রেখে সুপার স্পেশালিটি ভবনের সামনে বিক্ষোভ অবস্থান শুরু করেছেন ওই অস্থায়ী কর্মীরা। বকেয়া বেতন ও বোনাস হাতে না পাওয়া পর্যন্ত নিজেদের কর্মবিরতি চালিয়ে যাওয়ারও হুঁশিয়ারি দিয়েছেন তাঁরা।

নির্যাতিতার সুবিচারের দাবিতে বাম ছাত্র সংগঠনের ডেপুটেশন জয়নগর থানায়

আসিফা লস্কর ● জয়নগর

আপনজন: টিউশন থেকে বাড়ি ফেরার পথে এক নাবালিকা ছাত্রীকে ধর্ষণ করে খুনের ঘটনায় কার্যত গতকাল থেকে দফাই দফাই বিক্ষোভ ও আন্দোলন কর্মসূচিতে উত্তপ্ত হয়ে উঠেছে দক্ষিণ ২৪ পরগনা জয়নগর থানার অন্তর্গত মহিষামারি হাট। পুলিশি নিষ্ক্রিয়তার অভিযোগ তুলেছে বিরোধী রাজনৈতিক দলের নেতৃত্বরা। গতকাল বিজেপির গতকাল থেকেই বিজেপি নেত্রী অগ্নিমিত্রা পাল এবং সিপিএম নেত্রী মীনাক্ষী মুখার্জী জয়নগর এলাকায় কার্যত ঘাঁটি ঘেরে বসেছে নির্যাতিতার সুবিচারের দাবিতে। পুলিশি কাজে বাধা দেয়ার অভিযোগে সিপিএম নেত্রী মীনাক্ষী মুখার্জি এবং দীপ্সিতা ধরের বিরুদ্ধে মামলা করেছে বারুইপুর পুলিশ জেলার পুলিশ। রবিবার বিকেলে বামেদের ছাত্র সংগঠনের পক্ষ থেকে জয়নগর থানা ঘেরাও করে একটি ডেপুটেশন কর্মসূচি পালন করা হয়। উক্ত এই ডেপুটেশন কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন সিপিএম নেত্রী মীনাক্ষী মুখার্জি এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন দিপ্সিতা ধর। বাম তরুণ নেতা সায়ন ব্যানার্জি। বাম সংগঠনের পক্ষ থেকে জয়নগর থানায় বারুইপুর মহকুমারের এসডিপিও অতিব বিশ্বাসের হাতে একটি ডেপুটেশন তুলে দেন বাম সংগঠনের সদস্যরা, এর পাশাপাশি। মীনাক্ষী মুখার্জী ওনার বিরুদ্ধে পুলিশি মামলার পরিপ্রেক্ষিতে তিনি বলেন, আমাদের বিরুদ্ধে মামলা করলে যদি লাশ কাটা ঘরে বাংলার মেয়েদের যাওয়া আটকে যায় তাহলে আমাদের বিরুদ্ধে আরো মামলা করুক। আমরা যা দাবী করছি, পুলিশ মন্ত্রী অবিলম্বে পদত্যাগ করতে হবে জয়নগরের ঘটনায় পুলিশের নিষ্ক্রিয়তা এর থেকে ভালো প্রমাণ আপনারা আর পাবেন না। হাইকোর্টের নির্দেশকে আমরা মাথা পেতে নেব। জয়নগরে ও একটা ঘটনা ঘটেছে এবং গোটা রাজ্যে প্রত্যেকদিন কোথাও না কোথাও এমনি ঘটনা ঘটছে পুলিশের ভূমিকা সেখানেও প্রশ্নের মুখে পড়েছে। পুলিশ মানুষকে নিরাপত্তা দিতে ব্যর্থ তাই মানুষ থানা জ্বালিয়ে দিচ্ছে পুলিশ মার খাচ্ছে বিধায়ক পালিয়ে যাচ্ছে। আমরা চাই এলাকার মানুষ আরো সচেতন হয়ে উঠুক এবং আরো প্রতিবাদী হয়ে উঠুক যাতে এইরকম ঘটনা আগামী দিনে যাতে না ঘটে। এ বিষয়ে সিপিএমের অপর নেত্রী দীপসিতা ধর তিনি বলেন, পুলিশ বলছে যে পুলিশের কাজে আমরা বাধা দান করছিলাম ভালো হয়েছে পুলিশ ঠিকই বলেছে পুলিশের কাজ যদি তথ্য প্রমাণ লোপাট করা হয় তাহলে আমরা বাধা দিয়ে ঠিক কাজ করেছি। পুলিশ যদি মৃতদেহ পাচার করা হয় এবং ধর্ষকদের বাঁচানো যদি পুলিশের কাজ হয় তাহলে ছাত্র যুব ও মহিলারা আবারো পুলিশকে কাজে বাধা দেবে। রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী সবাইকে বলছেন, উৎসবে ফিরুন কিন্তু শহর থেকে শুরু করে গ্রামের মা বোনেরা নিরাপদ নয় মানুষ তাই উৎসবে ফিরেছে আন্দোলনের উৎসব নিজেদের নিরাপত্তার উৎসবে ফিরেছে। গ্রামের মা বোনেরা নিরাপদ নয় তা মায়ের পুজো হবে কি করে? আগে গ্রামের মা বোনেদের নিরাপদ করুক তারপর তো মায়ের পুজো হবে। আমরা আশঙ্কা করছিলাম যে ছোট্ট ১০ বছরের মেয়েটির তা সঠিক বিচার পাবে না তার সমস্ত রকম ব্যবস্থা পুলিশ প্রশাসন করবে তাই আমরা বাধা দিয়েছি আমরা তাই মারাও খেয়েছি আমরা চাই ছোট্ট এই মেয়েটি যাতে সুবিচার পায়। আইনজীবী তথা বাম নেতা সায়ন বন্দ্যোপাধ্যায় তিনি বলেন খুন এবং ধর্ষণের ঘটনায় পক্সো আইনে মামলার রুজু করেনি পুলিশ প্রশাসন। পরিবারের তরফ থেকে সিবিআই তদন্তের দাবি করা হয়েছে সিবিআই তদন্ত হওয়া উচিত। আমরা আইনি সাহায্য করব যাতে পরিবার সঠিক বিচার পায়। ছোট্ট ওই নাবালিকার সুবিচারের দাবিতে আমাদের আন্দোলন আরো বৃহত্তর হবে।

ভাঙড়ের আদিবাসীদের বস্ত্র বিলিতে ডিসি

নিজস্ব প্রতিবেদক ● ভাঙড়

আপনজন: শারদোৎসবের আনন্দ থেকে বঞ্চিত ভাঙড়ের আদিবাসী দুঃস্থ বৃদ্ধ-বৃদ্ধা এবং শিশুদেরকে শনাক্ত করে নতুন বস্ত্র তুলে দিয়ে নজির গড়ল ভাঙড় প্রেস ক্লাব। এই মহতী অনুষ্ঠানে উপস্থিত হয়ে নিজে হাতে বস্ত্র তুলে দেন কলকাতা পুলিশের ডেপুটি কমিশনার তথা ভাঙড় ডিভিশনের ডিসি আইপিএস সৈকত ঘোষ সহ কলকাতা পুলিশের পদস্থ কর্তারা। বাঙ্গালীর শ্রেষ্ঠ উৎসব 'শারদ উৎসব' উপলক্ষে ভাঙড় প্রেস ক্লাবের উদ্যোগে ভাঙড়ের আদিবাসী এলাকায় বস্ত্র বিতরণ কর্মসূচির আয়োজন করা হয়। এই মহতী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন ভাঙড় ডিভিশনের ডিসি আইপিএস সৈকত ঘোষ, ওসি পোলেরহাট সারফারাজ আহমেদ, ওসি কাশীপুর অমিত কুমার চ্যাটার্জি, ওসি ট্রাফিক মিদ্দা ইমামুদ্দিন, পোলেরহাট থানার এডিশনাল ওসি মনীশ সিং সহ ভাঙড় প্রেস ক্লাবের সভাপতি সামসুল হুদা সহ অন্যান্য বিশিষ্ট ব্যক্তিরা উপস্থিত ছিলেন।

বাম নেতাদের স্মরণে সভা ডালখোলায়

মোহাম্মদ জাকারিয়া ● ডালখোলা

আপনজন: ডালখোলায় রবিবার প্রয়াত বাম নেতারা সিপিআইএমের কেন্দ্রীয় সম্পাদক সীতারাম ইয়েচুরি এবং রাজ্যের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যের স্মরণে এক আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়। ডালখোলা হাই স্কুল মাঠে অনুষ্ঠিত এই সভায় সিপিআইএম-এর রাজ্য নেতৃত্ব উপস্থিত ছিলেন। সভায় বিশেষভাবে অংশ নেন সুজন চক্রবর্তী, জীবেশ সরকার এবং পলাশ দাস। বক্তৃতায় তাঁরা প্রয়াত নেতাদের অবদান এবং তাদের সংগ্রামী জীবনধারার উপর গুরুত্ব আরোপ করেন। সভায় বামপন্থী আদর্শের প্রতি শ্রদ্ধা জানানো হলেও রাজনৈতিক আলোচনায় উঠে আসে বর্তমান পরিস্থিতি। সিপিআইএম-এর প্রবীণ নেতা সুজন চক্রবর্তী তৃণমূল সরকারের বিরুদ্ধে তীব্র আক্রমণ শানান। বিশেষ করে, সম্প্রতি আলোচিত আরজিকর মেডিক্যাল কলেজ কাণ্ডের প্রসঙ্গ টেনে তিনি বলেন, "রাজ্যে যে দুর্নীতি এবং অনিয়ম চলছে, তা এখন আর চাপা রাখা যাচ্ছে না। আরজিকর কাণ্ড তার প্রকৃষ্ট উদাহরণ। তৃণমূলের ক্ষমতাসীন সরকার জনতার সাথে প্রতারণা করছে।" এদিনের দ্বিতীয় পর্বে ডালখোলা শহরে একটি মিছিল বের করা হয়। মিছিলের মধ্য দিয়ে জনগণের মধ্যে সচেতনতা বাড়ানোর বার্তা দেওয়া হয়, যেখানে সুজন চক্রবর্তী বর্তমান সরকারের দুর্নীতি ও অপশাসনের বিরুদ্ধে সোচ্চার হন।

মহিলাকে অস্ত্র দিয়ে কোপানোর অভিযোগ দুষ্কৃতীর বিরুদ্ধে!

আরবাজ মোল্লা ● নদিয়া

আপনজন: নদিয়ায় টাকার লালসায় এক মহিলাকে ধারালো অস্ত্র দিয়ে এলোপাথাড়ি কোপানোর অভিযোগ উঠল দুষ্কৃতীর বিরুদ্ধে! কয়েক ঘণ্টার মধ্যে পুলিশের হাতে গ্রেফতার অভিযুক্ত। চাপড়া থানার অন্তর্গত মথুরাপুর মুসলিম পাড়ার এক গৃহবধূকে ধারালো অস্ত্র দিয়ে এলোপাথাড়ি কোপানোর অভিযোগ পাশের গ্রামের এক দুষ্কৃতী বিরুদ্ধে।গতকাল রাতে এই গৃহবধূ বাড়িতে একাই ঘুমিয়ে ছিলেন, সেই সময় তন্ময় হালদার ওরফে (ভোলা)এক দুষ্কৃতী ওই মহিলাকে ধারালো অস্ত্র দিয়ে কোপ মারে। প্রসঙ্গত, ওই মহিলার স্বামী বাইরে কাজ করে,তার স্বামী কর্মের সূত্রে ভিন্ন রাজ্যে থাকেন অন্যজনকে দিয়ে টাকা পাঠায় তার স্ত্রীর জন্য, যখন গৃহবধূ টাকা হাতে নেই তখন ওই দুষ্কৃতী ওই টাকা হাতে নিতে দেখে পরে রাতে ওই মহিলা একা থাকায় তার টাকা পয়সা চুরি করতে আসে তন্ময় হালদার সহ কয়ক জন দুষ্কৃতী।তবে এই টাকার লালসার কারণে মহিলার উপর এই হামলা বলে প্রাথমিক অনুমান পুলিশের।রবিবার পাশের বাড়ির মহিলারা এসে ওই মহিলাকে রক্তাক্ত অবস্থায় দেখতে পেয়ে গ্রামের আরও মানুষ ছুটে আসে বাড়িতে।এরপর এই গৃহবধূকে রক্তাক্ত অবস্থায় দেখতে পেয়ে চাপড়া গ্রামীণ হাসপাতালে নিয়ে আসলে কর্তব্যরত চিকিৎসকেরা শক্তিনগর জেলা হাসপাতালে স্থানান্তর করে। বর্তমান ওই গৃহবধ শক্তিনগর জেলা হাসপাতালের চিকিৎসাধীন। চাপড়া থানার ভারপ্রাপ্ত আধিকারিক অনিন্দ্য মুখার্জী তদন্তে নেমে কয়েক ঘণ্টার মধ্যে অভিযুক্তকে গ্রেফতার করে, পাশাপাশি ব্যবহৃত ধারালো অস্ত্রটি তার কাছ থেকে উদ্ধার করা হয়। সূত্রের খবর, এর আগেও একাধিক অপরাধমূলক কাজের সাথে যুক্ত ছিল তন্ময় হালদার, সেই কারণে কুখ্যাত দুষ্কৃতী বলেই পরিচিত। যঅন্যদিকে ঘটনার উদঘাটন করতে আরও তদন্ত করছে চাপড়া থানার পুলিশ।

ছড়িয়ে-ছিটিয়ে

গৃহবধূকে ধর্ষণ করে খুন করায় পিটিয়ে হত্যা অভিযুক্তকে

নিজস্ব প্রতিবেদক ● তমলুক

আপনজন: এক গৃহবধূকে ধর্ষণ করে কীটনাশক খাইয়ে প্রাণে মেরে ফেলার অভিযোগ উঠেছিল প্রতিবেশী এক ব্যক্তির বিরুদ্ধে। এই ঘটনায় ক্ষিপ্ত গ্রামবাসীরা রবিবার সকালে অভিযুক্তকে বাড়ি থেকে টেনে হিঁচড়ে রাস্তায় ফেলে বেধড়ক গণধোলাই দেয়। লাঠি, বাঁশ নিয়ে তাঁর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে গ্রামের মহিলা বাহিনী। সেই অভিযুক্তকে আশংকাজনক অবস্থায় উদ্ধার করে এগরা সুপার স্পেশালিটি হাসতালে ভর্তি করা হয়। সেখানেই অভিযুক্তের মৃত্যু হয়েছে বলে পূর্ব মেদিনীপুর জেলা পুলিশ সূত্রে জানানো হয়েছে। চাঞ্চল্যকর ঘটনাটি ঘটেছে পূর্ব মেদিনীপুরের পটাশপুর থানা এলাকায়। ইতিমধ্যে দুই ঘটনারই তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ। মৃতার পরিবারের দাবী, গত ৪ঠা অক্টোবর দুপুর নাগাদ বাড়ির পেছনের মাঠে গরু ছাগল চরাতে গিয়েছিলেন মহিলা। সেখান থেকেই তাঁকে তুলে নিয়ে যায় দুষ্কৃতীরা। এরপর অভিযুক্তরা মহিলাকে বিবস্ত্র করে মুখে বিষ ঢেলে পালিয়ে যায়। ঘটনাটি যখন সবার নজরে আসে সেই সময় মহিলা বিবস্ত্র অবস্থায় পড়েছিল ও তাঁর মুখ থেকে গ্যাঁজলা বেরচ্ছিল। মহিলাকে আশংকাজনক অবস্থায় উদ্ধার করে প্রথমে স্থানীয় হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়, পরে সেখান থেকে তাঁকে তমলুকের একটি বেসরকারী নারসিং হোমে নিয়ে গিয়ে চিকিৎসা করা হয়। তবে রবিবার ভোর রাতে সেখানেই মহিলার মৃত্যু হয়। মৃতার পরিবারের ওই সদস্য জানিয়েছেন, অভিযুক্ত ব্যক্তি মহিলার দূর সম্পর্কের আত্মীয়। তাঁদের বাড়ির দূরত্বও খুবই সামান্য। ঘটনার সূত্রপাত অভিযুক্ত ব্যক্তির সঙ্গে প্রতিবেশী এক মহিলার অবৈধ সম্পর্ককে কেন্দ্র করেই। তাঁদের কোনও এক সময় ঘনিষ্ঠ অবস্থায় দেখে ফেলেছিলেন ওই গৃহবধূ। সেই খবর পাঁচকান হওয়ার পরেই গৃহবধূকে একাধিকবার হুমকি দেওয়া হয়েছিল বলে অভিযোগ। সেই কারনেই গত শুক্রবার মহিলাকে একা পেয়েই তাঁকে তুলে নিয়ে গিয়ে ধর্ষণ করে মুখে বিষ ঢেলে দেওয়া হয়েছিল বলে অভিযোগ উঠেছে।

ফলদীতে তৃণমূলের রক্তদান শিবির

মনিরুজ্জামান ● বারাসত

আপনজন: বারাসাত ১ নম্বর ব্লকের কোটরা গ্রাম পঞ্চায়েতের ফলদী তৃণমূল কংগ্রেসের পক্ষ থেকে রবিবাসরীয়তে আর্ত মানুষদের সেবায় এক স্বেচ্ছায় রক্তদান শিবির সহ কৃতী সংবর্ধনা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়।এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন দেগঙ্গার বিধায়ক রহিমা মন্ডল,উত্তর ২৪ পরগনা জেলা পরিষদের ক্ষুদ্র শিল্প, বিদ্যুৎ ও অচিরাচরিত শক্তি স্থায়ী সমিতির কর্মাধ্যক্ষ মফিদুল হক সাহাজি, বারাসাত ১ নম্বর ব্লক তৃণমূল কংগ্রেস সভাপতি ইসা হক সরদার,বারাসাত ১ নম্বর পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি হালিমা বিবি, স্থানীয় প্রধান রফিউল্লাহ সরদার, মোর্তজা হোসেন,বসির,অমল কৃষ্ণ সহ আরও অনেকে। এই রক্তদান শিবিরে ৬০ জন স্বেচ্ছায় রক্তদান করেন।এলাকার ডাক্তারি পড়ুয়া,ক্যারাটে চ্যাম্পিয়ন, ইঞ্জিনিয়ারিং পড়ুয়া সহ কৃতী ছাত্রছাত্রীদের সংবর্ধনা দেওয়া হয়। পাঁচটি স্কুলকে নিয়ে ইন্টার স্কুল কুইজ অনুষ্ঠিত হয়।কবিতা আবৃত্তি সহ বিভিন্ন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়।

প্রথম নজর

প্রথমবারের মতো ‘জুয়া খেলা’র লাইসেন্স দিল আরব আমিরাত

আপনজন ডেস্ক: প্রথমবারের মতো বাণিজ্যিক গেমিং বা জুয়া খেলার লাইসেন্স দিলো আরব আমিরাত। মার্কিন লস এঞ্জেলেস ভিত্তিক ক্যাসিনো অপারেটর ‘উইন রিসোর্টস’ আরব দেশটিতে এই খেলা পরিচালনার লাইসেন্স পেয়েছে।

শনিবার (৫ অক্টোবর) উইন রিসোর্টস তাদের ওয়েবসাইটে এক বিবৃতিতে এ তথ্য জানিয়েছে। উপসাগরীয় রাষ্ট্রটি গত বছর থেকে জুয়া খেলার পথ প্রশস্ত করতে শুরু করে। জুয়ার লাইসেন্সের অনুমতি দেওয়ার জন্য গত বছর প্রতিষ্ঠিত হয় ‘জেনারেল কমার্শিয়াল গেমিং রেগুলেটরি অথরিটি’। এই অথরিটিই প্রথমবারের মতো লাইসেন্স জারি করলো।

ক্যাসিনো অপারেটররা দীর্ঘদিন ধরে আমিরাতে একটি রিসোর্ট নির্মাণের চেষ্টা করে যাচ্ছিল। এটি এখন বাস্তবে পরিণত হচ্ছে। আমিরাতের রাস আল খাইমাহ’র মারজান দ্বীপে একটি বিলাসবহুল রিসোর্ট তৈরি করছে তারা। এর ফলে ইউরোপ, এশিয়া ও অন্যান্য অঞ্চল থেকে দর্শকরা আকর্ষিত হবে বলে মনে করা হচ্ছে।

ব্রিটেনের সাবেক প্রধানমন্ত্রীর টয়লেটে আড়িপাতার যন্ত্র বসিয়েছিলেন নেতানিয়াহু!

আপনজন ডেস্ক: যুক্তরাজ্যের সাবেক প্রধানমন্ত্রী বরিস জনসন অভিযোগ করেছেন যে ইসরাইলের প্রধানমন্ত্রী বেনিয়ামিন নেতানিয়াহু তার ব্যক্তিগত ওয়াশরুমে আড়িপাতার যন্ত্র বসিয়েছিলেন। ২০১৭ সালে যুক্তরাজ্য সফরকালে ওই যন্ত্র স্থাপন করেছিলেন তিনি। বরিস জনসন তার ‘আনশিলড’ নামের আত্মজীবনীতে এই গুরুতর অভিযোগ করেন। আত্মজীবনীটি আগামী সপ্তাহে (১০ অক্টোবর) বাজারে আসবে। সেখানে তিনি বলেন, ২০১৭ সালে পররাষ্ট্রমন্ত্রী হিসেবে দায়িত্ব পালনকালে তার ব্যক্তিগত টয়লেটে ব্রিটিশ নিরাপত্তা কর্মীরা একটি মাইক্রোফোন পান। এর কিছুক্ষণ আগেই ওই টয়লেট প্রবেশ করেছিলেন নেতানিয়াহু। তবে তিনি এও বলেছেন যে এটি কাকতালীয় ব্যাপার হতে পারে আবার নাও হতে পারে।

ইসরাইলের বিরুদ্ধে এই ধরনের আরো অভিযোগ আছে। ২০১৮ সালে ইসরাইলের গোয়েন্দা সংস্থা মোসাদের বিরুদ্ধে তৎকালীন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প কী ভাবেন, তা জানার জন্য হোয়াইট হাউসে আড়িপাতা যন্ত্র বসানো হয়েছিল। পলিটিকোর মতে, তিনজন সাবেক মার্কিন কর্মকর্তা দাবি করেছেন যে মোবাইল টেলিফোন ট্র্যাফিক নিরীক্ষণের জন্য ডিজাইন করা ওয়াশিংটন ডিসিতে কয়েকটি ক্ষুদ্র ডিভাইস স্থাপনের পেছনে ইসরাইলকে অপরাধী হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে।

উল্লেখ্য, সাম্প্রতিক অভিযোগগুলো তার তথাকথিত মিত্রদের বিরুদ্ধে ইসরাইলের গুপ্তচরবৃত্তির তৎপরতা নিয়ে আলোচনার পুনর্জাগরণ করেছে। এছাড়া নানা সময় মিত্রদের বিভিন্ন তথ্য গ্রহণ করারও অভিযোগ করেছে। যেমন সাবেক মার্কিন নৌবাহিনীর গোয়েন্দা বিশ্লেষক ১৯৮০ এর দশকে ইসরাইলকে গোপন তথ্য দেয়ার জন্য দোষী সাব্যস্ত হন। ২০০৮ সালে মার্কিন মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার বেন অমি কাদিশ ইসরাইলকে শ্রেণিবদ্ধ মার্কিন সামরিক নথি প্রদানের জন্য দোষী সাব্যস্ত হন।

৭ অক্টোবর সামনে রেখে গাজায় যুদ্ধ বন্ধের দাবিতে দেশে দেশে বিক্ষোভ, সংঘর্ষ

আপনজন ডেস্ক: গাজা-ইসরায়েল যুদ্ধের এক বছর পূর্তি ৭ অক্টোবর। এই যুদ্ধ বন্ধ চান বিশ্বের বিভিন্ন দেশের মানুষ। তাই ইসরায়েলের হামলা বন্ধের দাবিতে ফ্রান্সের প্যারিস থেকে যুক্তরাষ্ট্রের নিউইয়র্ক, ইতালির রোমসহ নানা দেশে হাজারো মানুষ বিক্ষোভ করেছেন। বিক্ষোভে কোথাও পুলিশ বাধা দিয়েছে, কোথাও শান্তিপূর্ণ বিক্ষোভ হয়েছে আবার কোথাও পুলিশের সঙ্গে বিক্ষোভকারীদের সংঘর্ষের ঘটনা ঘটেছে। আল-জাজিরার খবর বলছে, শনিবার যুক্তরাষ্ট্র ও ইউরোপজুড়ে হাজারো মানুষ রাস্তায় নেমে বিক্ষোভ করেছেন। লন্ডনে ডাউনিং স্ট্রিট অভিমুখে পুলিশের কড়া পাহারায় কয়েক হাজার মানুষ বিক্ষোভ মিছিল করেন। সে সময় পরিস্থিতি উত্তেজনাকর হয়ে ওঠে। ফিলিস্তিনের সমর্থক বিক্ষোভকারীদের, ইসরায়েলের সমর্থক বিক্ষোভকারীদের পাশ কাটিয়ে যেতে দেখা যায়। বিক্ষোভকারীরা প্রতিবন্ধকতা পার করে যেতে চাইলে পুলিশি বাধার মুখে পড়ে। লন্ডন মেট্রোপলিটন পুলিশ বলছে, সেখান থেকে কমপক্ষে ১৭ জনকে আটক করা হয়েছে। জার্মানির সংবাদ সংস্থা ডিপিএ বলেছে, দেশটির হামবুর্গ শহরে ফিলিস্তিন ও লেবাননের পতাকা নিয়ে ৯৫০ জন শান্তিপূর্ণ বিক্ষোভ করেছে। বিক্ষোভকারীদের অনেকের হাতে ফিলিস্তিন ও লেবাননের পতাকা দেখা গেছে। তাঁরা এ সময় ‘গণহত্যা বন্ধ করুন’ বলে স্লোগান দেন। এদিকে প্যারিসের রিপাবলিক প্লাজায় ফিলিস্তিনি ও লেবাননের নাগরিকদের প্রতি সংহতি জানিয়ে কয়েক হাজার মানুষ শান্তিপূর্ণ বিক্ষোভে অংশ নিয়েছে। এ সময় অনেক ফিলিস্তিনির হাতে ‘স্টপ দ্য জেনোসাইড’, ‘ফ্রি প্যালেস্টাইন’, ‘হ্যান্ডস অফ লেবানন’ লেখা পোস্টার দেখা দেয়। ইতালির রোমে বিক্ষোভকারীদের ছত্রভঙ্গ করতে পুলিশ কাঁদানে গ্যাস ছুড়েছে। শনিবার বিকেলে রোমে কয়েক হাজার মানুষ শান্তিপূর্ণ বিক্ষোভে অংশ নেন। সে সময় কাঁদানে গ্যাস ছোড়া হয়। স্থানীয় কর্তৃপক্ষ বলছে, তারা এই বিক্ষোভের অনুমোদন দেয়নি। সেখানে পুলিশের কাঁদানে গ্যাস ও জলকামানের পাল্টা হিসেবে বিক্ষোভকারীরা পাথর, বোতল ছুড়ে মারে। একপর্যায়ে আগুন জ্বালিয়ে কাগজবোমা ছুড়তে থাকে। সংঘর্ষে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর ৩০ জন ও তিনজন বিক্ষোভকারী আহত হন। নিউইয়র্কের টাইমস স্কয়ারে যুদ্ধবিরতির দাবিতে ফিলিস্তিনি সমর্থকেরা জড়ো হয়েছেন। তাঁরা ‘গাজা, গাজা’ বলে স্লোগান দেন। ইসরায়েলি প্রধানমন্ত্রী বেনিয়ামিন নেতানিয়াহুর ছবিতে লাল রং মাখিয়ে, ফিলিস্তিনি ও লেবাননের পতাকা হাতে তাঁরা বিক্ষোভে অংশ নেন। গত বছরের ৭ অক্টোবর ইসরায়েল ও গাজায় যুদ্ধ শুরু হয়। আল-জাজিরার খবর অনুসারে, ফিলিস্তিনের গাজায় ইসরায়েলের আগ্রাসনে প্রাণহানি এ পর্যন্ত প্রায় ৪২ হাজারে পৌঁছেছে। নাহাল ওজ নামের একটি ঘাঁটি ৭ অক্টোবর সকালে দখলে নিয়েছিলেন হামাসের বন্দুকধারীরা। ওই ঘাঁটির ৬০ ইসরায়েলি সেনা নিহত হন। অন্যদের জিম্মি হিসেবে গাজায় ধরে নিয়ে যাওয়া হয়। এরপর থেকে ইসরায়েল অব্যাহতভাবে গাজায় হামলা চালাচ্ছে।

ইসরায়েলের বিরুদ্ধে লন্ডনে বিক্ষোভে মানুষের ঢল

আপনজন ডেস্ক: ব্রিটেনের রাজধানী শহর লন্ডনে ইসরায়েলবিরোধী বিক্ষোভে হাজার হাজার মানুষের ঢল দেখা গেছে। গাজায় ৭ অক্টোবর ইসরায়েলের হামলার বার্ষিকী উপলক্ষে যুদ্ধ বন্ধের দাবিতে শনিবার তারা এ বিক্ষোভ কর্মসূচিতে যোগ দেন। স্থানীয় সময় শনিবার সকালে বিক্ষোভের আগেই দুই শতাধিক ফিলিস্তিনিপন্থী কর্মী বেডফোর্ড স্কোয়ারে জড়ো হয়। সেখানে ব্যাপক সংখ্যক পুলিশের উপস্থিতি ছিল। বিক্ষোভকারীদের কেউ কেউ লেবানিজ ও ইরানের পতাকা এবং ব্যানার ধরেছিলেন যাতে লেখা ছিল ‘আমরা গণহত্যার পক্ষে দাঁড়াই না’ এবং ‘জায়োনিজম হল বর্ণবাদ।’ এসময় অনেকে ‘ফ্রি, ফ্রি প্যালেস্টাইন’ স্লোগান দেয়।

ছড়িয়ে-ছিটিয়ে

ওয়াশিংটনে ফিলিস্তিনপন্থী বিক্ষোভকালে নিজ গায়ে আগুন দিলেন এক ব্যক্তি

আপনজন ডেস্ক: যুক্তরাষ্ট্রের রাজধানী ওয়াশিংটন ডিসিতে ফিলিস্তিনপন্থী বিক্ষোভ চলাকালে এক ব্যক্তি নিজের গায়ে আগুন দিয়েছেন। এই ব্যক্তির একাধিক ছবি প্রকাশ করেছে বার্তা সংস্থা রয়টার্স ও এএফপি। ছবিতে তাঁর এক হাতে আগুন জ্বলতে দেখা যায়। একই সঙ্গে আগুন নেভানোর জন্য পথচারী ও আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী সদস্যদের চেষ্টা করতে দেখা যায়। মার্কিন সংবাদমাধ্যম ওয়াশিংটন পোস্ট বলছে, গতকাল শনিবার রাতে রাজধানী ওয়াশিংটন ডিসির ‘ব্ল্যাক লাইভস ম্যাটার প্লাজা’ এলাকায় এই ঘটনা ঘটে। ফিলিস্তিনের গাজা উপত্যকায় যুদ্ধের এক বছর পূর্ণ হচ্ছে ৭ অক্টোবর। গাজা যুদ্ধের প্রথম বার্ষিকী সামনে রেখে ওয়াশিংটন ডিসিতে ফিলিস্তিনপন্থী বিক্ষোভ বের হয়। বিক্ষোভে প্রায় এক হাজার মানুষ অংশ নেয়। গায়ে আগুন দেওয়া ব্যক্তির নাম প্রকাশ করেনি ওয়াশিংটন পোস্ট। তবে সংবাদমাধ্যমটি বলছে, যে ব্যক্তি নিজের গায়ে আগুন দিয়েছেন, তাঁর দাবি, তিনি সাংবাদিক। মধ্যপ্রাচ্য সংকট নিয়ে অপতথ্য ছড়ানোর জন্য তিনি দায়ী। ওয়াশিংটন পোস্টের খবরে বলা হয়, আগুন দ্রুত নেভানো হয়। নিজের গায়ে আগুন দেওয়া ব্যক্তিকে হাসপাতালে নেওয়া হয়। পুলিশের এক বিবৃতিতে বলা হয়, চিকিৎসার জন্য এই ব্যক্তিকে হাসপাতালে নেওয়া হয়েছে। তাঁর আঘাত জীবনের জন্য হুমকিস্বরূপ নয়। গত বছরের ৭ অক্টোবর গাজা যুদ্ধের সূত্রপাত হয়। সেদিন ইসরায়েলের দক্ষিণাঞ্চলে হামলা চালায় ফিলিস্তিনি স্বাধীনতাকামী সশস্ত্র সংগঠন হামাস। ইসরায়েলের তথ্যমতে, হামাসের এই হামলায় ১ হাজার ২০০ জন নিহত হয়। তারা প্রায় ২৫০ জনকে জিম্মি করে গাজায় নিয়ে যায়। জবাবে ৭ অক্টোবর থেকে গাজায় নির্বিচারে হামলা শুরু করে ইসরায়েলে। ইসরায়েলের এই হামলা চলমান। গাজার স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের তথ্যমতে, ইসরায়েলি হামলায় প্রায় ৪২ হাজার ফিলিস্তিনি নিহত হয়েছে। আহত প্রায় ৯৭ হাজার। ইসরায়েলি হামলায় উপত্যকাটি ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়েছে। উপত্যকার ২৩ লাখ অধিবাসীর প্রায় সবাই বাস্তুচ্যুত হয়েছে।

গাজা উপত্যকা নিয়ে পশ্চিমা মিডিয়ার দ্বিচারিতা ও ইসরায়েলি মিথ্যাচার

আপনজন ডেস্ক: ফিলিস্তিনের অবরুদ্ধ গাজা উপত্যকা নিয়ে গত ৭৫ বছর ধরে পশ্চিমা মিডিয়ার দ্বিচারিতা এবং ইসরায়েলের মিথ্যাচারিতার প্রভাব বিশেষজ্ঞদের মনোযোগ আকর্ষণ করেছে। বিশ্বব্যাপী এই অঞ্চলের পরিস্থিতি যেভাবে তুলে ধরা হয়, তা শুধুই ইসরায়েলের প্রতি পশ্চিমা বিশ্বের পক্ষপাতদুষ্ট অবস্থান প্রকাশ করে। ফিলিস্তিনিদের মানবিক বিপর্যয়কে আড়াল করে এই ঘটনাগুলোকে সন্ত্রাসবাদের সঙ্গে সম্পৃক্ত করার প্রচেষ্টা প্রশ্নবিদ্ধ হয়েছে। বুদ্ধিজীবী এডওয়ার্ড সাঈদ প্রায় ৫০ বছর আগে বলেছিলেন, ‘আপনি অন্য কাউকে নির্যাতন করতে পারেন না শুধু এজন্য যে একসময় আপনিও নির্যাতিত ছিলেন। এর একটি সীমা থাকা উচিত।’ কিন্তু সেই সীমা বহু আগেই অতিক্রম করেছে ইসরায়েলের মিথ্যাচারিতা। ইসরায়েলের সহিংসতাকে পশ্চিমা মিডিয়া বৈধতা দেয়। ক্রমশ তা মানুষের আস্থা হারাচ্ছে। ২০২৩ সালে হামাসের আক্রমণের পর ইসরায়েলের কফার আজা কিব্বুৎসে ৪০টি শিশুর শিরচ্ছেদের খবর মিথ্যা ছিল। তবু তা সারা বিশ্বে ছড়িয়ে পড়ে। এমনকি যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট জো বাইডেনও এটিকে সত্য বলে দাবি করেছিলেন। যদিও পরে তিনি তা প্রত্যাহার করতে বাধ্য হন। আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিশ্লেষকরা মনে করেন, এটি পশ্চিমা নেতৃত্বের গাজা নিয়ে প্রচলিত মিথ্যাচারের একটি অংশ। অথচ গাজার রাফাহতে সন্তানের মাথাহীন দেহ ধরে থাকা একজন পিতার ঘটনাটি কোনও পশ্চিমা মিডিয়ায় শিরোনাম হয়নি। পশ্চিমা মিডিয়া যেনও ইচ্ছাকৃতভাবে ফিলিস্তিনিদের মানবিক বিপর্যয়কে উপেক্ষা করে। যুক্তরাষ্ট্রের আইন অধ্যাপক খালেদ বেইডুন এই ঘটনাকে ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বলেছেন, যেখানে ইসরায়েলের শিশুদের মৃত্যু নিয়ে মিথ্যা সংবাদ গৌরবের সঙ্গে প্রচারিত হয়, সেখানে ফিলিস্তিনের শিশুদের প্রকৃত মৃত্যু কোনও গুরুত্ব পায় না। ইউনিসেফ ২০২৩ সালে জানিয়েছিল যে, ইসরায়েলের আক্রমণে কমপক্ষে ১৩ হাজার শিশু নিহত হয়েছে। কিন্তু এসব ঘটনা কখনোই বড় শিরোনামে আসে না। এক সমীক্ষায় দেখা গেছে, অক্টোবর থেকে নভেম্বরের মধ্যে এক হাজার ১০০ সংবাদ নিবন্ধের মধ্যে মাত্র দুটিতে ফিলিস্তিনি শিশুদের মৃত্যুর কথা উল্লেখ করা হয়েছে। ফিলিস্তিনে শিশুদের ক্রমাগত মৃত্যুর কথা কোনও আলোচনায় স্থান পায় না। এডওয়ার্ড সাঈদের লেখা ১৯৭৫ সালের ‘ওরিয়েন্টালিজম’ বইয়ে ফিলিস্তিনিদের ওপর এই ধারাবাহিক মানবিক অপমানের কথা স্পষ্টভাবে তুলে ধরা হয়েছে। তিনি লিখেছিলেন, ‘আরবদের সবসময় জনসমষ্টি হিসেবে দেখানো হয়, যাদের কোনও ব্যক্তিত্ব নেই। এই চিত্র থেকে মনে হয় আরবরা সবসময় এক অন্ধকারময় ভবিষ্যতের হুমকি।’ যুক্তরাজ্যের ডেটা সাংবাদিক মোনা চালাবি পশ্চিমা মিডিয়ায় ফিলিস্তিনিদের উপস্থাপনায় এই বৈষম্য চিহ্নিত করেছেন। তিনি একটি গবেষণায় দেখিয়েছেন, ইসরায়েলি মৃত্যু যখন মানবিকতার সঙ্গে তুলে ধরা হয়, তখন ফিলিস্তিনিদের মৃত্যুকে প্রতিশোধের প্রসঙ্গে উপস্থাপন করা হয়। তিনি উল্লেখ করেছেন, ‘ইসরায়েলি ভুক্তভোগীদের সবসময় ভালোবাসা ও পরিচয়সহ তুলে ধরা হয়। কিন্তু ফিলিস্তিনিরা তাদের মৃত্যু পরেও শেকড়হীন।’ বিশেষ করে বিবিসি নিউজে ইসরায়েলি ও ফিলিস্তিনিদের নিয়ে ভাষাগত পার্থক্য প্রমাণ করে কীভাবে সন্ত্রাসবাদের অভিযোগে হামাসের লড়াইকে প্রশ্নবিদ্ধ করা হয়। কিন্তু ইসরায়েলের বোমাবর্ষণের মানবিক বিপর্যয়কে ‘দুঃখজনক ভুল’ হিসেবে তুলে ধরা হয়। যুক্তরাষ্ট্রের দ্য ইন্টারসেপ্টের এক গবেষণা দেখিয়েছে, নিউ ইয়র্ক টাইমস, ওয়াশিংটন পোস্ট ও লস অ্যাঞ্জেলেস টাইমসে ফিলিস্তিনিদের চেয়ে ইসরায়েলিদের নাম বেশি উল্লেখ করা হয়েছে। এমনকি ইসরায়েলের হত্যাকাণ্ডের বিপুল পরিসংখ্যান থাকা সত্ত্বেও তাদের প্রতি সহানুভূতি প্রবল। প্রজন্মের পর প্রজন্ম ধরে চলা এই দ্বন্দ্বে নতুন প্রজন্ম এখন অনেক বেশি সচেতন ও সোচ্চার। যুক্তরাষ্ট্রের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে ফিলিস্তিনপন্থি বিক্ষোভগুলো পশ্চিমা মিডিয়াতে ‘হুমকি’ হিসেবে তুলে ধরা হলেও শিক্ষার্থীরা নিরলসভাবে প্রতিরোধ চালিয়ে যাচ্ছে। এর মাধ্যমে তারা পশ্চিমা মিডিয়ার এই দ্বিচারিতা ও ইসরায়েলপন্থি মিথ্যাচারিতার বিরুদ্ধে দাঁড়াচ্ছে। সাম্প্রতিক এক জরিপে দেখা গেছে, বাইডেনের ৫০ শতাংশ ভোটার মনে করেন যে, ইসরায়েল গাজায় গণহত্যা চালাচ্ছে।

ট্রাম্পের সেই নির্বাচনী জনসভায় যোগ দিলেন ইলন মাস্ক

আপনজন ডেস্ক: মার্কিন প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে রিপাবলিকান প্রার্থী সাবেক প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের আলোচিত পেনসিলভানিয়ার সেই নির্বাচনী জনসভায় যোগ দিয়েছেন বিশ্বের অন্যতম শীর্ষ ধনকুবের ইলন মাস্ক। এই পেনসিলভানিয়াতেই ট্রাম্পকে হত্যা চেষ্টা করা হয়েছিল। আগামী ৫ নভেম্বরের নির্বাচনকে কেন্দ্র করে এক মাস আগে সেখানেই ফের নির্বাচনী জনসভা করেন ট্রাম্প।

এদিকে শুরু থেকেই ইলন ট্রাম্পের বিরোধীতা করে আসলেও ট্রাম্পকে দুই দফা হত্যাচেষ্টার পর থেকে ইলন তাকে সমর্থন করতে শুরু করেন। জনসমাবেশে প্রথমবারের মতো প্রকাশ্যে তিনি ট্রাম্পকে পুনরায় নির্বাচিত করার জন্য সবার প্রতি আহবান জানান।

গত ১৩ জুলাই পেনসিলভানিয়া অঙ্গরাজ্যের বাটলার শহরে একটি নির্বাচনী জনসভায় ডোনাল্ড ট্রাম্পকে লক্ষ্য করে গুলি চালায় সন্ত্রাসীরা। হামলা থেকে অল্পের জন্য রক্ষা পান সাবেক এই মার্কিন প্রেসিডেন্ট। প্রাণে বেঁচে গেলেও গুলি লেগে ট্রাম্পের কান ফুটো হয়ে যায়। এসময় ট্রাম্পের এক সমর্থক নিহত হন।

এসময় তিনি ট্রাম্পের পাশে দাঁড়িয়ে দু’হাত উচিয়ে ‘মেক আমেরিকা গ্রেট এগেইন’ স্লোগান দেন।

উপস্থিত জনতাকে তিনি বলেন, এ নির্বাচনে অবশ্যই ট্রাম্পের জয়ের জন্য ভোট দেওয়া উচিত। কারণ তিনি কঠিন পরিস্থিতির মুখোমুখি দাঁড়িয়ে প্রসিডেন্ট নির্বাচনে লড়াই চালিয়ে যাচ্ছেন। আপনাদের সবাইকে ট্রাম্পের হয়ে কাজ করা উচিত।

গত ১৩ জুলাই বন্দুকধারীর গুলিতে নিহত ফায়ারফাইটার কোরি কম্পেরেটনকে গভীর শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণে করেন ট্রাম্প। এছাড়া ওই ঘটনায় আহত আরো দু’জনের কথাও উল্লেখ করেন তিনি।

ট্রাম্প তার বক্তৃতায় বলেন, বিদেশি শত্রুর চেয়ে দেশের শত্রুই সবচেয়ে বেশি বিপদজনক। কারণ একজন ঠাণ্ডা মাথার খুনি আমাকে হত্যার চেষ্টা করেও ব্যর্থ হয়েছে।

সেহেরী ও ইফতারের সময়

সেহেরী শেষ: ভোর ৪.১০মি.
ইফতার: সন্ধ্যা ৫.২৪ মি.

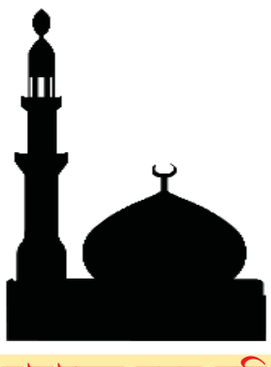

নামাজের সময় সূচি

ওয়াক্ত	শুরু	শেষ
ফজর	৪.১০	৫.৩০
যোহর	১১.২৯	
আসর	৩.৪০	
মাগরিব	৫.২৪	
এশা	৬.৩৩	
তাহাজ্জুদ	১০.৪৭	

বসনিয়ায় বন্যা ও ভূমিধসে ১৬ জনের মৃত্যু

আপনজন ডেস্ক: দক্ষিণ-পূর্ব ইউরোপের বলকান অঞ্চলের দেশ বসনিয়া-হের্জেগোভিনার মধ্যাঞ্চলে হঠাৎ বন্যা ও ভূমিধসে অন্তত ১৬ জনের মৃত্যু হয়েছে এবং বহু মানুষ নিখোঁজ রয়েছেন। শনিবার (৫ অক্টোবর) সকালে উদ্ধার কর্মীরা ডোনিয়া ইয়াল্লানিচ্ছা গ্রামের ধ্বংসস্তূপ খুঁড়ে নিখোঁজ লোকজনের খোঁজ শুরু করেন। শুক্রবার বলকান দেশটি কয়েক বছরের মধ্যে সবচেয়ে প্রাণঘাতী বন্যার কবলে পড়ে। এতে অনেকগুলো শহর ও গ্রাম বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে।

ফের আটক গ্রেটা থুনবার্গ

আপনজন ডেস্ক: জীবাশ্ম জ্বালানিতে ইউরোপীয় ইউনিয়নের ভর্তুকি বন্ধের দাবিতে অবস্থান কর্মসূচি থেকে আটক করা হয়েছে জলবায়ুকর্মী গ্রেটা থুনবার্গকে। শুধু তাকেই নয়, আরও অনেক অ্যাক্টিভিস্টকে আটক করেছে বেলজিয়ামের পুলিশ। স্থানীয় সময় শনিবার (৬ অক্টোবর) ইউরোপীয় পার্লামেন্ট ও ইউরোপীয় কমিশন ভবন থেকে কয়েক কিলোমিটার দূরে ব্রাসেলসের একটি গুরুত্বপূর্ণ সড়ক অবরোধের সময় তাদের আটক করা হয়। জানা গেছে, এই বিক্ষোভে ‘ইউনাইটেড ফর ক্লাইমেট জাস্টিস’ এবং ‘এক্সটিঙ্কশন রেবেলিয়ন’ নামক সংগঠনের কয়েক ডজন বিক্ষোভকারী গ্রেটার সঙ্গে যোগ দেন। পরে পুলিশ বিক্ষোভকারীদের ঘিরে ফেলে এবং বেশ কয়েকজনকে আটক করা হয়। এ সময় প্রত্যক্ষদর্শীরা গ্রেটাকে উদ্দেশ্য করে ‘তুমি একা নও’ বলে স্লোগান দেয়। গত সপ্তাহে ইউরোপীয় ইউনিয়ন ও ইউরোপীয় কমিশনের প্রেসিডেন্ট উরসুলা ভন ডার লিয়েনের কাছে একটি খোলা চিঠি লিখেছে ‘ইউনাইটেড ফর ক্লাইমেট জাস্টিস’। গত অক্টোবরে প্রকাশিত এক প্রতিবেদনে দেখা গেছে, ইইউ এখনো শিল্প খাতে ভর্তুকি দেওয়ার জন্য বছরে ১০০ বিলিয়ন ইউরোরও বেশি ব্যয় করে। খোলা চিঠিতে, ২০২৫ সালের মধ্যে জীবাশ্ম জ্বালানী ভর্তুকি পর্যায়ক্রমে বন্ধ করার সময়সীমা নির্ধারণ, ইইউ সদস্য রাষ্ট্রগুলোর জন্য একটি বিস্তৃত পদ্ধতিগত নির্দেশিকা গ্রহণের পাশাপাশি স্বচ্ছতা এবং জবাবদিহিতার জন্য একটি কাঠামো গ্রহণের দাবি জানানো হয়।

তিউনিসিয়ার ভোটে প্রেসিডেন্ট সাইদ পুনরায় নির্বাচিত হতে যাচ্ছে

আপনজন ডেস্ক: তিউনিসিয়ায় ক্ষমতাসীন কাইস সাইদের কোনো প্রকৃত প্রতিদ্বন্দ্বিতা ছাড়াই রোববার দেশটিতে প্রেসিডেন্ট নির্বাচন অনুষ্ঠিত হচ্ছে। প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বীসহ তার বিশিষ্ট সমালোচকরা কারাগারে থাকায় ব্যাপকভাবে তার জয়ী হওয়ার কথা বলা হচ্ছে।

তিউনিস থেকে এএফপি জানায়, সাঈদ ক্ষমতা দখলের তিন বছর পর এই নির্বাচন অনুষ্ঠিত হচ্ছে। স্থানীয় সময় সকাল ৮টায় (গ্রিনীচ মান সময় ৭০০ টায়) ভোট কেন্দ্রগুলো খোলে এবং সন্ধ্যা ৬টায় (গ্রিনীচ মান সময়১৭০০ টায়) এ বন্ধ হবে)।

আরব বসন্ত বিদ্রোহের জন্মস্থান উত্তর আফ্রিকার দেশটি এক দশকেরও বেশি সময় ধরে স্বৈরাচারের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে আসছে। ভোটগ্রহণের দিন পর্যন্ত, কোনো প্রচারণা সমাবেশ বা জনসমক্ষে কোনো বিতর্ক অনুষ্ঠিত হয়নি। শহরের রাস্তায় প্রচারের প্রায় সব পোস্টারই সাইদের। ৬৬ বছর বয়সী সাঈদের বিরুদ্ধে ভিন্নমতের বিরুদ্ধে ক্রমবর্ধমান দমন-পীড়ন করার অভিযোগ রয়েছে। রাজনৈতিক কারণে সাইদের বেশ কজন সমালোচককে কারাগারে পাঠানো হলে দেশে-বিদেশে ব্যাপক সমালোচনার জন্ম দেয়।

আপনজন

ইনসাফের পক্ষে নির্ভীক কণ্ঠস্বর

১৯ বর্ষ, ২৭৩ সংখ্যা, ২১ আশ্বিন ১৪৩১, ৩ রবিউস সানি, ১৪৪৬ হিজরি

অন্ধকার

প্রেসিডেন্ট হিসাবে ক্ষমতা গ্রহণের প্রথম বত্সরে যুক্তরাষ্ট্রের টুইন টাওয়ারে হামলার ২০ বত্সর পূর্তি অনুষ্ঠানে জো বাইডেন একটি ভিডিও-বার্তায় বলিয়াছিলেন–'ঐক্যই আমাদের বড় শক্তি।' ইউনাইটেড তথা ঐক্যবদ্ধ থাকিবার মধ্যেই পুঞ্জীভূত হয় বৃহত্ শক্তি। আমরা যদি মহাবিশ্বের দিকে তাকাই, দেখিতে পাইব সেইখানে রহিয়াছে পুঞ্জীভূত মহাশক্তির মহাসম্মিলন। তাহা ছড়াইয়া রহিয়াছে এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের প্রতিটি স্তরে। সেইখানে সম্মিলিত পুঞ্জীভূত শক্তি মিলিয়াই তৈরি করিতেছে নক্ষত্র। অর্থাত্ সম্মিলন তথা ঐক্য ব্যতীত কখনোই বড় শক্তি তৈরি হয় না। এইভাবেই এই জগত্ তৈরি হইয়াছে, যাহা অত্যন্ত বৈচিত্র্যময়। এই বৈচিত্র্যের ব্যাপারে গ্রেট অটোম্যান সুলতান সুলেমান দ্য ম্যাগনিফিসেন্ট ষোড়শ শতাব্দীতে বলিয়াছিলেন, 'মহান আল্লাহ ভিন্নতা পছন্দ করেন। তাহা না হইলে এক রঙের ফুলই সৃষ্টি করিতেন; দেখা যাইত সকল জায়গায় একই রঙের পাখি, একই রঙের মানুষ। কিন্তু আমরা একেক জন একেক রকম। কারণ, বিচিত্রতাই সৃষ্টির বৈশিষ্ট্য।'

সুতরাং আমাদের চারিদিকেও ভিন্নতা থাকিবে–ইহাই স্বাভাবিক। ইহাই জগতের নিয়ম। মনে রাখিতে হইবে, নিজের ভাগ্য নিজেকেই গড়িতে হয় এবং তাহা পরিশ্রম করিয়া আদায় করিতে হয়। কোথাও অন্যায়-অবিচার হইলে তাহার বিরুদ্ধে রুখিয়া দাঁড়ানোটাই দস্তুর। সুতরাং সচেতন নাগরিক হিসাবে আমাদেরও কর্তব্য রহিয়াছে অন্যায়-অবিচারের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়িয়া তোলা। এই জন্য আমাদের ঐক্যবদ্ধ থাকিতে হইবে। আর ঐক্যের অভাব ঘটিলে কী হইতে পারে–ইহা লইয়া অসংখ্য নীতিগল্প রহিয়াছে। এই ক্ষেত্রে একটি প্রচলিত গল্পের পুনঃপাঠ করা যাক। গল্পটি সংখ্যাবিষয়ক। একবার স্কুলের ক্লাসে 'সংখ্যা-৯' 'সংখ্যা-৮'-কে চাপিয়া ধরিয়া হেনস্তা করিল। সংখ্যা-৮ বলিল–তুমি আমাকে আঘাত করিলে কেন? সংখ্যা-৯ বলিল–আমি বড়, তাই তোমাকে মারিতে পারি। তখন সংখ্যা-৮ জ্যেষ্ঠতার অধিকার লইয়া সংখ্যা-৭-কে মারিল! সংখ্যা-৭ ঘুরিয়া সংখ্যা-৬-কে মারিল! এইভাবে চলিতে চলিতে শেষ পর্যন্ত 'সংখ্যা-২' যখন 'সংখ্যা-১'-কে মারিল 'সংখ্যা-০' (শূন্য) তখন ভাবিল–এইবার তো আমার পালা! আমার চাইতে ছোট কেহ নাই। সে নিরাপত্তার আশায় একটু দূরে গিয়া বসিল। 'সংখ্যা-১' তখন গিয়া '০' (শূন্য)-র বাম পাশে বসিয়া বলিল–আমি তোমাকে মারিব না। শূন্য হইলেও তোমাকে আমি সম্মান করি। কিন্তু ১ গিয়া ০-এর বাম পাশে বসিবার কারণে তাহারা দুইয়ে মিলিয়া হইয়া গেল ১০! অর্থাত্ সকলের চাইতে বড়। এই নীতিগল্পটি বলিয়া দেয়–'ঐক্যবদ্ধ' থাকিলে সকলকে ছাড়াইয়া যাওয়া যায়। সুতরাং আমাদের মধ্যে ঐক্য থাকিতে হইবে। আমরা যদি 'এক' থাকি, তাহা হইলে আমাদের ভাগ্য লইয়া কেহ ছিনিমিনি খেলিতে পারিবে না। আমাদের ধর্মেও পারস্পরিক ঐক্য, মৈত্রী ও সম্প্রীতিকে অত্যন্ত প্রশংসনীয় এবং মানবজাতির জন্য কল্যাণকর বলিয়া মনে করা হয়। সুরা-৯ তওবা, আয়াত-৯২-এ বলা হইয়াছে, 'এই যে তোমাদের জাতি, এই তো একই জাতি আর আমি তোমাদের পালনকর্তা, অতএব তোমরা (ঐক্যবদ্ধভাবে) আমারই ইবাদত করো।'

সুতরাং আমাদের ঐক্যসাধন প্রয়োজন। যেই এলাকায় জনসাধারণ ঐক্যবদ্ধ রহিয়াছে, সেই এলাকার মানুষেরা কাঙ্ক্ষিত উন্নয়নের স্বাদ পাইতেছে। এই জন্য বলা হয়, বিভাজন নহে, ঐক্যই উন্নয়নের সবচাইতে বড় সহায়ক। এই জন্য সকলকে সচেতন হইতে হইবে। মানুষ সচেতন না হইলে অন্ধকার দূর হইবে না। এই জন্য কাজী নজরুল ইসলাম বলিয়াছেন–'আমরা যদি না জাগি মা কেমনে সকাল হবে?'

হরিয়ানার ভোট: কংগ্রেসের জয়ের সম্ভাবনায় ফিকে হচ্ছে বিজেপি

বিজেপির হ্যাটট্রিক নাকি কংগ্রেসের কাছে আরও এক রাজ্য হারানো, এই দুই সম্ভাবনা নিয়ে শুরু হলো হরিয়ানা বিধানসভার ভোট। রাজ্যের ৯০ আসনবিশিষ্ট বিধানসভার দখল কারা নেবে, তা ঠিক করতে সকাল থেকে বুথে বুথে হাজির রাজ্যের মানুষ। মোট ভোটার দুই কোটি। ভোট শতাংশের হার বুঝিয়ে দেবে রাজ্যের মানুষ পরিবর্তন চাইছেন নাকি স্থিতিশীলতা ধরে রাখতে আগ্রহী। লিখেছেন **সৌম্য বন্দ্যোপাধ্যায়...**

বিজেপির হ্যাটট্রিক নাকি কংগ্রেসের কাছে আরও এক রাজ্য হারানো, এই দুই সম্ভাবনা নিয়ে শুরু হলো হরিয়ানা বিধানসভার ভোট। রাজ্যের ৯০ আসনবিশিষ্ট বিধানসভার দখল কারা নেবে, তা ঠিক করতে সকাল থেকে বুথে বুথে হাজির রাজ্যের মানুষ। মোট ভোটার দুই কোটি। ভোট শতাংশের হার বুঝিয়ে দেবে রাজ্যের মানুষ পরিবর্তন চাইছেন নাকি স্থিতিশীলতা ধরে রাখতে আগ্রহী।

নির্বাচন কমিশনের হিসাবে আজ শনিবার বেলা তিনটা পর্যন্ত ভোট পড়েছে ৪৯ দশমিক ১৩ শতাংশ। ১০ বছর ধরে হরিয়ানায় বিজেপি ক্ষমতায়। ২০১৪ সালের ভোটে বিজেপি একাই সরকার গড়েছিল, পেয়েছিল ৪৭ আসন। দ্বিতীয় স্থানে ছিল ওমপ্রকাশ চৌটালার দল আইএনএলডি। তারা ১৯টি আসন পেয়েছিল। কংগ্রেস নেমে এসেছিল তৃতীয় স্থানে, ১৫ আসন জিতে। ২০১৯ সালের ভোটে বিজেপি পায় ৪০ আসন, কংগ্রেস ৩১। আইএনএলডি ভেঙে গড়ে ওঠা দুষ্মন্ত চৌটালার জেজেপি জিতেছিল ১০ আসন। তাদের সঙ্গে জোট বেঁধে সরকার গড়ে বিজেপি। সেই জোট এবার ভেঙে গেছে। বিজেপি এবার বন্ধুহীন। কংগ্রেসও লড়ছে একা। 'ইন্ডিয়া' জোটের শরিক আম আদমি পার্টির (আপ) সঙ্গে তারা জোট বাঁধেনি। জেজেপি জোটবদ্ধ হয়েছে দলিত নেতা চন্দ্রশেখর আজাদের দল আজাদ সমাজ পার্টির সঙ্গে। আইএনএলডির সঙ্গে হাত মিলিয়েছে মায়াবতীর বিএসপি। যদিও এবারের লড়াই কার্যত দ্বিমুখী। বিজেপির একমাত্র চ্যালেঞ্জার কংগ্রেস।

সেই লড়াইয়ে হাওয়ার অভিমুখ অবশ্যই কংগ্রেসের দিকে। যাবতীয় জরিপ ও সমীক্ষা দেখাচ্ছে, কংগ্রেসের পালেই হাওয়া বেশি। এই আগাম দেয়াললিখন বিজেপিও হয়তো বুঝে গেছে। নইলে এই রাজ্যে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি মাত্র চারটি জনসভা করতেন না।

নির্বাচনী প্রচারের শেষ দুই দিনে মোদি বা অমিত শাহ কেউই হরিয়ানায় পা ফেলেননি। তবু আজ সকালে ভোট দিয়ে মুখ্যমন্ত্রী নায়িব সিং সাইনি বলেছেন, ক্ষমতায় আসছে বিজেপিই। জয়ের হ্যাটট্রিক হতে চলেছে। হরিয়ানার সঙ্গেই জম্মু-কাশ্মীরের ভোট গণনা হবে ৮ অক্টোবর। ফল ঘোষণা ওই দিনেই। হরিয়ানার এবারের লড়াইয়ের সুর মোটামুটিভাবে বেঁধে দিয়েছে কিসান, জওয়ান ও পালোয়ানরা। কৃষক আন্দোলন নিয়ে হরিয়ানা ও পাঞ্জাবের মতো উত্তাল ভারতের আর কোনো রাজ্য হয়নি। এই আন্দোলনের জন্যই হরিয়ানার বহু গ্রামে বিজেপি নেতারা এবার প্রচারের জন্য যেতে পারেননি।

জাট-প্রধান এই রাজ্যে জাটদের সমর্থন বিজেপি সেভাবে কখনো পায়নি। ২০১৪ সালে তাই তারা জাটবিরোধী শক্তিদের একজোট করেছিল। অ-জাট ব্যবসায়ীদের ঐতিহ্যগত সমর্থনের সঙ্গে জুড়েছিল দলিত ও অনগ্রসরদের। জিতে মুখ্যমন্ত্রী করেছিল তাঁদেরই প্রতিনিধি মনোহরলাল খাট্টারকে। যে হরিয়ানায় মুখ্যমন্ত্রীদের তালিকায় জাটের প্রাধান্য সবচেয়ে বেশি, সেখানে অ-জাট মনোহরলালের (পাকিস্তান থেকে পাঞ্জাবে চলে আসা ক্ষেত্রী সম্প্রদায়) প্রায় সাড়ে ৯ বছরের রাজত্ব জাট সম্প্রদায়কে এবার জোটবদ্ধ করেছে কংগ্রেসের দিকে। নেতৃত্ব দিচ্ছেন কংগ্রেসের জাট নেতা সাবেক মুখ্যমন্ত্রী ভূপিন্দর সিং হুডা। এর মোকাবিলায় বিজেপি মনোহরলালকে সরিয়ে মুখ্যমন্ত্রী করেছে অনগ্রসর সম্প্রদায়ের নায়েব সিং সাইনিকে। কিন্তু তা সত্ত্বেও জাটদের মতো অ-জাট কৃষক সম্প্রদায়কেও বিজেপি কাছে টানতে পারেনি। কৃষক সমাজের সমর্থনের সিংহভাগ এবার কংগ্রেস পাবে বলে সব জরিপের ধারণা। কিসানদের পাশাপাশি কংগ্রেসের পাশে এসে দাঁড়িয়েছেন জওয়ানদের পরিবারেরাও। সারা ভারতের মতো হরিয়ানায়ও কর্মসংস্থানের ক্ষেত্রে বিজেপি চূড়ান্তভাবে ব্যর্থ। বেকারত্বের জ্বালা সর্বত্র। সেনাবাহিনীতে যোগ দেওয়া এই রাজ্যের যুব সম্প্রদায়ের চিরকালীন ঐতিহ্য। সেই চাকরিও বিজেপি সরকার চুক্তিভিত্তিক করে তুলেছে। চালু করেছে 'অগ্নিবীর' প্রকল্প, যার বিরোধিতায় কোমর কষে নেমেছে কংগ্রেস। বিজেপি এই অসন্তোষের সামাল দিতে ব্যর্থ। নানাভাবে মূল প্রকল্পে সংস্কারের কথা তারা বলছে। কিন্তু কংগ্রেস বলেছে, কেন্দ্রে ক্ষমতায় এলে এই প্রকল্প বাতিল করে তারা পুরোনো পদ্ধতিতে সেনাবাহিনীতে নিয়োগ করবে। বেকার ও গ্রামীণ ভোটারদের ক্ষোভ বিজেপির বিরুদ্ধে গেলে জেতা কঠিন। এই দুই মহলের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে পালোয়ান বা কুস্তিগিরদের ক্ষোভ, বিশেষ করে মহিলা মহলের। আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন কুস্তিগির বিনেশ ফোগত, সাক্ষী মালিক বা বজরঙ্গ পুনিয়ারা ভারতের কুস্তি ফেডারেশনের কর্তা বিজেপির সংসদ সদস্য ব্রিজভূষণ শরণ সিংয়ের বিরুদ্ধে যৌন হেনস্তার অভিযোগ এনেছিলেন গত বছর। ব্রিজভূষণের বিরুদ্ধে বিজেপি এমন কোনো পদক্ষেপ নেয়নি, যা কুস্তিগিরদের সন্তুষ্ট করতে পারে; বরং তাঁদের আন্দোলন ভাঙতে দিল্লির পুলিশ বলপ্রয়োগ পর্যন্ত করেছিল। পরবর্তী সময়ে অলিম্পিকসে ৫-০ কেজি বিভাগে সোনার খেতাবের লড়াইয়ের আগে সামান্য ওজন বৃদ্ধির জন্য (এক শ গ্রাম) বিনেশ ছিটকে গেলে সেটাও বিজেপি ষড়যন্ত্র বলে প্রচার পায়। কুস্তি থেকে অবসর নেওয়ার সিদ্ধান্ত ঘোষণা করে বিনেশ ও বজরঙ্গ পুনিয়া কংগ্রেসে যোগ দিয়েছেন। বিনেশ প্রার্থী হয়েছেন জুলানা কেন্দ্র থেকে, যেখানে কংগ্রেস বহু বছর জেতেনি, যা কিনা বিজেপির গড় বলে পরিচিত। কুস্তি হরিয়ানার গ্রামে গ্রামে, অন্যান্য খেলাও। সামাজিক প্রতিবন্ধকতা কাটিয়ে হরিয়ানার ছেলেমেয়ে দলে দলে কুস্তি ও অন্যান্য খেলায় এগিয়ে আসছেন অনেক দিন ধরে। পালোয়ানদের প্রতি বিজেপির আচরণ, বিশেষ করে বিনেশের অসম্মান, রাজ্যের মহিলাদের এক বড় অংশকে বিজেপি বিমুখ করে তুলেছে।

তবুও সংশয়ের কারণ যদি কিছু থাকে, সে জন্যও দায়ী কংগ্রেস এবং তার চিরায়ত গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব। ১০ বছর ধরে হরিয়ানা কংগ্রেসের রাশ প্রধানত দুই শিবিরে বিভক্ত। জাট নেতা ভূপিন্দর সিং হুডা ও তাঁর সংসদ সদস্যের পুত্র দেপীন্দর সিংয়ের বিপরীতে রয়েছেন দলিত নেত্রী কুমারী শৈলজা। শৈলজার সঙ্গী কংগ্রেসের অন্যতম মুখপাত্র রণদীপ সিং সুরযেওয়ালা। এবার প্রার্থীদের সিংহভাগ হুডা আদায় করেছেন। কংগ্রেসের কেন্দ্রীয় নেতৃত্বও জাট হুডার ওপর বেশি ভরসা রেখেছে। অভিমান করে ঘরে বসেছিলেন শৈলজা। শেষ বেলায় রাহুল তাঁকে আসরে নামালেও দলিত সমর্থন কংগ্রেস কতটা পাবে সন্দেহ। হুডার বিরোধিতা করে দল ছেড়ে বিজেপিতে যোগ দিয়েছেন জাট নেত্রী কিরণ চৌধুরীও। তাঁর কন্যা এবার বিজেপির প্রার্থী। রাজ্য রাজনীতিতে হুডা বিরোধী বলে পরিচিত সাবেক প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি অশোক তানওয়ার নির্বাচনী প্রচারের শেষ দিনে নাটকীয়ভাবে বিজেপি ছেড়ে কংগ্রেসে যোগ দিয়েছেন। ভোটে এসবের প্রভাব কতখানি পড়বে, বলা কঠিন। যদিও এ বিষয়ে সংশয় নেই, এবার হরিয়ানার ভোটে ফেভারিট কেউ থাকলে তা কংগ্রেস। টেনিসের পরিভাষায় 'অ্যাডভান্টেজ কংগ্রেস'।

কংগ্রেস জিতলে উত্তর ভারতে হিমাচল প্রদেশ ও পাঞ্জাবের পর হরিয়ানা চলে যাবে বিরোধীদের দখলে। সামনে ভোট মহারাষ্ট্র, ঝাড়খন্ড ও দিল্লি বিধানসভার। আগামী দিনগুলো নরেন্দ্র মোদির পক্ষে খুব একটা স্বস্তিদায়ক হবে কি?

সৌ: প্র: আ:

পুতিনকে ক্ষমতা থেকে উৎখাতের স্বপ্ন জেলেনস্কির

স্টিফেন ব্রায়েন

জাতিসংঘ সাধারণ অধিবেশনে ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট ভলোদিমির জেলেনস্কি যে ভাষণ দিয়েছেন, আমার একজন বন্ধু তার সারসংক্ষেপ করেছেন–আলোচনার টেবিলে আসতে রাশিয়াকে বাধ্য করুন; ইউক্রেনের যেসব ভূখণ্ড রাশিয়া দখল করে নিয়েছে, সেগুলো ফিরিয়ে নিন; পুতিন ও তাঁর ক্রনিদের যুদ্ধাপরাধের বিচার করুন; ইউক্রেনকে আরও অস্ত্র ও অর্থসহায়তা দিন।

আমি মনে করি, এভাবে সারসংক্ষেপ করা যৌক্তিক। কিন্তু জেলেনস্কির ভাষণের প্রকৃত বক্তব্য এটা নয়। প্রকৃতপক্ষে জেলেনস্কি এমন চিন্তা করছেন যে তিনি যুক্তরাষ্ট্রের নেতৃত্বাধীন ন্যাটোর কাছ থেকে এই প্রতিশ্রুতি আদায় করে নিতে পারবেন যে তারা ইউক্রেনে যুদ্ধ করতে বিমান শক্তি ও সেনা পাঠাবে। এ কারণেই জেলেনস্কি পেনসিলভানিয়াসহ ভোটের ফলাফল তৈরির ক্ষেত্রে যুক্তরাষ্ট্রের দোদুল্যমান অঙ্গরাজ্যগুলোতে কমলা হ্যারিসের পক্ষে প্রচারণা' চালাচ্ছেন। এর কারণ হলো, তিনি ভালো করেই জানেন, নভেম্বরের নির্বাচনে হ্যারিস জিতলেই কেবল ইউক্রেনে মার্কিন সেনা মোতায়েন করার সম্ভাবনা আছে।

প্রশ্ন হচ্ছে, রাশিয়াকে তাহলে কীভাবে আলোচনার টেবিলে বসানো হবে? রাশিয়ার ভূখণ্ডে হামলা করার জন্য ইউক্রেনকে প্রচুর পরিমাণে দূরপাল্লার ক্ষেপণাস্ত্রের জোগান দেওয়া, যাতে করে রাশিয়ার অবকাঠামোগুলো ধ্বংস করা যায় এবং বেসামরিক মানুষজন হতাহত হয়।

এই যুক্তির পেছনে আরেকটি ভাষ্য লুকিয়ে আছে। সেটা হলো, পুতিন খুব দুর্বল ও অজনপ্রিয়। রাষ্ট্র হিসেবে রাশিয়াও ভঙ্গুর। এ অবস্থায় পরিস্থিতি যদি আরও খারাপ হয়, তাহলে পুতিনকে ক্ষমতা থেকে সরানোর পথ খুলে যাবে। জেলেনস্কি, ইউক্রেনের সামরিক গোয়েন্দা সংস্থার প্রধান কাইরিলো বুদানভ এবং যুক্তরাজ্য ও যুক্তরাষ্ট্রে তাদের কতিপয় বন্ধু এই তত্ত্ব প্রচার করছেন। 'পুতিনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহে'-এর কয়েক দিনের মাথায় ২০২৩ সালের আগস্ট মাসে বিমান বিধ্বস্ত হয়ে ভাগনার প্রধান ইয়েভগেনি প্রিগোশিন নিহত হওয়ার পর এই তত্ত্ব তাদের মাথায় আসে। প্রিগোশিন ছিলেন ভাগনার গ্রুপের দৃশ্যমান নেতা। অবৈধভাবে অর্থ উপার্জন করে শতকোটিপতি হওয়া

প্রিগোশিন ছিলেন পুতিনের একজন 'বন্ধু'। তিনি অসন্তুষ্ট একদল সেনা নিয়ে মস্কোর দিকে যাত্রা শুরু করেছিলেন। তাঁর দাবি ছিল, বাখমুত যুদ্ধের সময় তাঁর বাহিনীকে রাশিয়ার সশস্ত্র বাহিনী যথেষ্ট পরিমাণ গোলাবারুদ দেয়নি। এ কারণে বাখমুত যুদ্ধে ভাগনার বাহিনীর শত শত সেনা নিহত হয়েছেন। রাশিয়ার রোস্তভ অন দনে প্রিগোশিনের বাহিনীকে স্বাগত জানানো হয়েছিল। বাখমুত যুদ্ধে বিজয়ের কারণে তাঁরা ছিলেন জাতীয় বীর। মস্কোর দিকে বাহিনী নিয়ে যেতে চাওয়ায় পুতিন প্রিগোশিন ও তাঁর বাহিনীকে ধ্বংস করে দেওয়ার প্রস্তুতি নিয়েছিলেন। কিন্তু বেলারুশের প্রেসিডেন্ট আলেকসান্দার লুকাশেঙ্কোর মধ্যস্থতায় একটা চুক্তি হওয়ায়, শেষ পর্যন্ত পুতিন তাঁর অবস্থান থেকে সরে আসেন। কিন্তু প্রিগোশিন ও তাঁর লোকেরা সেই চুক্তি রক্ষা করেনি। শেষে মস্কোর খুব কাছে একটা বিমান বিধ্বস্ত হয়ে তিনি মারা যান। পুতিনকে আর যে ব্যক্তি উৎখাত করতে চেয়েছিলেন, তিনি হলেন অ্যালেক্সি নাভালনি। ২০১৩ সালে মস্কোর মেয়র নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছিলেন নাভালনি, ভোট পেয়েছিলেন ২৭ দমিক ২ শতাংশ। নাভালনির শরীরে নার্ভ এজেন্ট নভিচক প্রয়োগ করা হয়। রাশিয়ার বাইরে তিনি চিকিৎসা নেন। নাভালনি বলেছিলেন, তিনি আর রাশিয়ায় ফিরবেন না। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তিনি রাশিয়ায় ফিরেছিলেন। তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়েছিল এবং উচ্চ নিরাপত্তার একটি কারাগারে বন্দী রাখা হয়েছিল। সেখানেই তিনি মারা যান। নাভালনি দুর্নীতিবিরোধী প্রচারণাকে তাঁর রাজনীতির হাতিয়ার করেছিলেন। চুরি ও লুটপাটের জন্য সরাসরি তিনি পুতিন ও অন্য নেতাদের দায়ী করতেন। নাভালনির পেছনে অবশ্যই পশ্চিমা সমর্থন ছিল। যদিও সেটা কী মাত্রায় ও কীভাবে তার কাছে পৌঁছাত, সেটা অজানা। কিন্তু প্রিগোশিন কিংবা নাভালনির মধ্যে কেউই পুতিনকে ক্ষমতা থেকে সরাতে পারেনি।

এ দুজন মারা যাওয়ার পর পুতিনকে উৎখাত করতে পারেন, এমন কোনো কেউ আর দৃশ্যপটে নেই। প্রকৃতপক্ষে জেলেনস্কির তত্ত্বের অদ্ভুত দিকটা হলো, এটা যুক্তরাজ্যের গোয়েন্দা ও শীর্ষ রাজনৈতিক নেতাদের সহায়তায় তৈরি। সিআইএ ও ন্যাশনাল সিকিউরিটি কাউন্সিল (এনএসসি) কতটা সমর্থন দিয়েছে, সেটা স্পষ্ট নয়। রাশিয়ার ভেতরকার বাস্তব হুমকি হলো, আততায়ী ও খুনিরা। এর মধ্যে সন্ত্রাসবাদী গোষ্ঠীও রয়েছে। রাশিয়ার গুরুত্বপূর্ণ সামরিক ও বেসামরিক স্থাপনায় হামলা করার, রাজনীতিবিদ, সামরিক কর্মকর্তাদের হত্যার সামর্থ্য তাদের রয়েছে। গত মার্চ মাসে তারাই ক্রোকাস থিয়েটার কমপ্লেক্সে নৃশংস হামলা চালিয়ে ৬০ জনকে হত্যা করেছিল। কিছু কিছু ক্ষেত্রে রুশ নাগরিকদের সন্ত্রাসী হামলার কাজে নিয়োগ করার সক্ষমতা রয়েছে ইউক্রেনের কিছু সংস্থার। ক্রোকাস হামলার সময় হামলাকারী সঙ্গে আইএসআইএসের (আইএসআইএস-কে বা পাকিস্তান ও আফগানিস্তানভিত্তিক উগ্রবাদী সংগঠন) সংশ্লিষ্টতা থাকলেও রাশিয়ানরা দাবি করেন, এ হামলায় পেছন থেকে কলকাঠি নেড়েছে ইউক্রেন। কিন্তু এদের কারোরই রাশিয়ার বর্তমান নেতৃত্বকে সরানোর মতো সক্ষমতা নেই। আবার সত্যি সত্যি পুতিন যদি ক্ষমতা থেকে উৎখাত হন কিংবা মারা যান, তাহলে মস্কোর শাসন কার হাতে যাবে, তা-ও স্পষ্ট নয়। রাশিয়ার কিছু রাজনীতিবিদ ও টেলিভিশনের জনপ্রিয় মুখদের মুখে যখন হস্বিতম্বি শোনা যায়, তখন আপনার মনে বিস্ময় জন্ম নেবে যে তারা যদি ক্ষমতায় আসে তাহলে পরিণতি কী হতে পারে! তারা কি ইউক্রেন, যুক্তরাজ্য ও যুক্তরাষ্ট্রকে দায়ী করে পারমাণবিক অস্ত্র ব্যবহার করবেন না?

একইভাবে রুশ ভূখণ্ডের গভীরে হামলা চালানোর মানে হচ্ছে, রাশিয়ার দিক থেকে পারমাণবিক অস্ত্র ব্যবহারের ঝুঁকি তৈরি হওয়া। এখন পর্যন্ত যা বোঝা যায়, পুতিন পারমাণবিক অস্ত্র ব্যবহার করবেন না। কিন্তু তাঁর জায়গায় আরও চরমপন্থী কেউ ক্ষমতায় বসলে সেই শঙ্কা থেকেই যায়।

পুতিনকে উৎখাত করার কিংবা বিচারের মুখোমুখি করার জেলেনস্কির স্বপ্ন রাজনৈতিক নাটক ছাড়া আর কিছু নয়। বাস্তবে এর সম্ভাবনা শূন্য।

স্টিফেন ব্রায়েন, এশিয়া টাইমস-এর জ্যেষ্ঠ প্রতিনিধি। মার্কিন সিনেটের বৈদেশিক সম্পর্ক বিষয়ক কমিটির নিকট-প্রাচ্য উপকমিটির স্টাফ ডিরেক্টর

এশিয়া টাইমস থেকে নেওয়া, ইংরেজি থেকে নেওয়া

প্রথম নজর

মুহাম্মদ সা. কে কটূক্তি করায় ফুরফুরা দরবার শরীফের প্রতিবাদ

নুরুল ইসলাম খান ● ফুরফুরা

আপনজন: পয়গম্বর হযরত মুহাম্মদ সা. কে নিয়ে কটূক্তি ও কুরুচিপূর্ণ মন্তব্য করার ইয়াতি নরসিংহানন্দ সরস্বতীকে উত্তর প্রদেশের গাজিয়াবাদ পুলিশ তাকে গ্রেফতার করেছে। প্রিয় নবি সা.- এর বিরুদ্ধে ধর্ম অবমাননাকর বক্তব্যের জন্য এফআইআর দায়ের করা হয়েছে। এ বিষয়ে ফুরফুরা দরবার শরীফের পীরজাদা মুজাহিদ সিদ্দিকী, সওবান সিদ্দিকী, সানাউল্লাহ সিদ্দিকী, সাফেরি সিদ্দিকী ও মোসফেকিন সিদ্দিকী সহ অনেক পীরসাহেব তীব্র প্রতিবাদ জানিয়ে সরব হয়েছেন। তাদের বক্তব্য হল এই সংক্রান্ত কুরুচিপূর্ণ বক্তব্যের জন্য রাজ্যের বিভিন্ন থানায় এফ আর আই দায়ের করে আইনি পথে বার বার পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে। গণতান্ত্রিক ভাবে প্রতিরোধ গড়ে তুলতে হবে। উল্লেখ্য, সপ্তাহ খানেক আগে এই মহারাজ নরসিংহানন্দ সরস্বতী উত্তরপ্রদেশের গাজিয়াবাদের একটি মন্দিরে প্রকাশ্যে বরেছিলেন, 'যদি প্রতি দশেরায় কুশপুত্তলিকা পোড়াতে হয়, তবে মুহাম্মদের কুশপুত্তলিকা পোড়াও।' এটা সমগ্র ভারতবর্ষের অলিগলিতে ছড়িয়ে পড়েছে। দেশের সমস্ত মুসলমানদের ঐক্যবদ্ধ হয়ে গনতান্ত্রিক পদ্ধতিতে লাগাতার প্রতিবাদ করে পথে নামতে আহ্বান জানিয়েছেন পীরসাহেবগণ।

নির্যাতিতার সুবিচারের দাবিতে কৃপাখালিতে পদযাত্রা নওশাদের

আসিফা লস্কর ● কুলতলি

আপনজন: কুলতলি এলাকার ১০ বছরের চতুর্থ শ্রেণীর ছাত্রীর ধর্ষণ করে খুনের ঘটনায় ইতিমধ্যেই রাজ্য রাজনীতি তোলপাড় হয়ে গিয়েছে। অভিযুক্তের শাস্তির দাবিতে রবিবার বিকেলে ভাঙড়ের বিধায়ক তথা আইএসএফের চেয়ারম্যান নওশাদ সিদ্দিকীর নেতৃত্বে কুলতলীর কৃপাখালী এলাকায় একটি প্রতিবাদ মিছিল করা হয়। এই মিছিলে কয়েক হাজার আইএসএফের কর্মী সমর্থকেরা সামিল হন। এই মিছিল থেকেই স্লোগান ওঠে ওই ওয়ান্ট জাস্টিস ফর জয়নগর। কৃপাখালি এলাকার বহু মানুষ এই মিছিলে সামিল হন। এলাকার মহিলাদের দাবি অভিযুক্তদের তাদের হাতে ছেড়ে দিক পুলিশ প্রশাসন অভিযুক্তকে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দেবে সাধারণ মানুষ। কার্যত চোখের জলে ভাসছে এখন কৃপাখালি এলাকা। এই বিষয়ে আইএসএফের চেয়ারম্যান তথা ভাঙড় বিধানসভার বিধায়ক নওশাদ সিদ্দিকী তিনি বলেন,এখানে মা-বোনেরা একটাই কথা বলছে বিচার চাই। ধর্ষণকারীরা এই সাহস পাচ্ছে কোথায়, তাদের বিরুদ্ধে যদি কোন পদক্ষেপ না নেয় পুলিশ প্রশাসন দৃষ্টান্তমূলক তাহলে এই ঘটনা আরো বাড়বে। এই ঘটনায় পুলিশি নিষ্ক্রিয়তা রয়েছে। পুলিশ যদি অভিযোগ পাওয়ার পর স্বতঃস্ফূর্তভাবে তল্লাশি অভিযান এবং খোঁজাখুঁজি শুরু করত তাহলে এই ঘটনা ঘটত না। যে পুলিশগুলোর গাফিলতির জন্য ১০ বছরের ওই ছাত্রীকে যৌন হেনস্তার স্বীকার হয়ে নির্মমভাবে মরতে হলো সেই পুলিশগুলোর বিরুদ্ধে বিভাগীয় তদন্ত এবং দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির জন্য আমরা রাস্তায় নেমেছি। কর্তব্যরত পুলিশকর্মীরা যদি সিসিটিভি ফুটেজ চেক করে এলাকায় তল্লাশি চালাতো তাহলে এই ঘটনা ঘটত না। এই ঘটনায় পুলিশের নিষ্ক্রিয়তা রয়েছে। পরিবারের সঙ্গে আমরা কথা বলেছি, প্রয়োজনে আমরা আইনি ব্যবস্থা নেব। এই ঘটনায় অবিলম্বে পুলিশ মন্ত্রী পদত্যাগ করুক। চতুর্থ শ্রেণীর ছাত্রীকে ধর্ষণ করে খুনের ঘটনায় কার্যত সরগরম বাংলার রাজনীতি। অপরদিকে গ্রামের মানুষেরা রাস্তায় নেমে প্রতিবাদ করছে যে দোষীর দৃষ্টান্তমূলক ফাঁসির জন্য। নির্যাতিতার সুবিচারের আশায় তাকিয়ে রয়েছে নির্যাতিতার পরিবারের সদস্যরা।

বন্যা দুর্গত মাইনানে নাবাবীয়া মিশনে ভর্তি পরীক্ষায় ব্যাপক সাড়া

নিজস্ব প্রতিবেদক ● হুগলি

আপনজন: হুগলি জেলার খানাকুলের মাইনান গ্রামে কয়েক দশক সংখ্যালগুদের শিক্ষার প্রসারে বিশেষ ভূমিকা নিয়ে চলেছে নাবাবীয়া মিশন। মিশন সম্পাদক সেখ সাহিদ আকবরের হাত ধরে নাবাবীয়া মিশনে এখন প্রথম শ্রেণি থেকে উচ্চ মাধ্যমিক স্তর পর্যন্ত পড়াশুনা হয়। রবিবার ছিল নাবাবীয়া মিশনের তৃতীয় শ্রেণি থেকে নবম শ্রেণি পর্যন্ত ভর্তি পরীক্ষা। সাম্প্রতিক বন্যায় জলমগ্ন থাকা নাবাবীয়া মিশন যখন আবার স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে আসছে সেই সময় এই প্রবেশিকা পরীক্ষা হলেও পরীক্ষার্থীদের ভালই সাড়া মিলেছে বলে জানান সাহিদ আকবর। তিনি আরও বলেন, বহু পরীক্ষার্থী বন্যা বিধ্বস্ত এলাকার বাসিন্দা হওয়ায় অনেকে এই দুর্যোগপূর্ণ পরিবেশে প্রবেশিকা পরীক্ষায় অংশ নিতে পারেনি। তাই তাদের অভিভাবকদের তরফে পুনরায় একটা প্রবেশিকা পরীক্ষা নেওয়ার অনুরোধ জানানো হয়। সেই অনুরোধ মেনে আগামী ৩ নভেম্বর একটি প্রবেশিকা পরীক্ষা নেওয়া হবে বলে জানান নাবাবীয়া মিশনের সম্পাদক সাহিদ আকবর।

ছড়িয়ে-ছিটিয়ে

জাঙ্গিপাড়া থানার উদ্যোগে বস্ত্র বিতরণ

সেখ আবদুল আজিম ● হুগলি

আপনজন: হুগলি গ্রামীণ পুলিশের নির্দেশনায় জাঙ্গিপাড়া থানার উদ্যোগে মেরিটোরিয়াল ফর সোস্যাল ওয়েলফেয়ার -এর সহযোগিতায় ফুরফুরা ইয়ং মেনস এ্যাসোসিয়েশনের ব্যবস্থাপনায় এ্যাসোসিয়েশন প্রাঙ্গণ ফুরফুরা শরীফ তালতলা হাটে এক বস্ত্র বিতরণ অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়। এদিনের এই বস্ত্র বিতরণ অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন এসডিপিও চন্ডীতলা তমাল সরকার,জাঙ্গিপাড়া পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি তমাল শোভন চন্দ্র, জাঙ্গিপাড়া সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিক অরিজিৎ দাস, জাঙ্গিপাড়া থানার আইসি অনিল কুমার রাজ, মেরিটোরিয়াল ওয়েলফেয়ারের সম্পাদক মন্দিরা সীট, জাঙ্গিপাড়া পঞ্চায়েত সমিতি সহ সভাপতি শম্পা সাহা, কর্মাধ্যক্ষ সেখ আব্দুল রহিম দুল, সদন ঘোষ, সামসের মল্লিক, বিশ্বজিৎ পন্ডিত, প্রণব দাস, অরিন্দম মুখার্জি, মৃগাঙ্ক মোহন মাল, তুষার কান্তি রক্ষিত, সেখ নজরুল ইসলাম, সৈয়দ সাজ্জাদ হোসেন, অভিজিৎ সিংহ রায়, সেখ ইনতাজ, সামিম আহমেদ, ন্দকার আব্দুল মান্নান,সহ সভাপতি সৈয়দ ইমামুদ্দিন, কাজী হেদায়েতুল্লাহ প্রমুখ।

সীরাতুন্নবী উপলক্ষে সেমিনার বসিরহাটে

এহসানুল হক ● বসিরহাট

আপনজন: বার্ষিক সীরাতুন্নবী সা. পালন উপলক্ষে রবিবার বেলা ১১টায় বসিরহাট দুই নম্বর ব্লকের অন্তর্গত ময়নালী এলাকায় ফাতেমা তুজ জোহরা গার্লস মিশনে সিরাতুন নবী সেমিনার ও শিক্ষা সেমিনার এবং দোওয়ার মজলিস অনুষ্ঠিত হয়। বিশিষ্ট সমাজসেবী জামিরুল হাসান অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। বিশিষ্ট ইসলামিক শিক্ষাবিদ মুফতি আবু বকর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে বিশেষ অথিতি হিসেবে বক্তৃতা রাখেন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান পরিচালনা কমিটির সদস্য ও মিশনের প্রধান প্রতিষ্ঠাতা মাওলানা আব্দুল্লাহ, ছিলেন প্রাক্তন মন্ত্রী এবং পরিবহন দপ্তরের ভাইস চেয়ারম্যান মুর্তজা হোসেন, ছিলেন শিক্ষক মাসুদুর রহমান, অল ইন্ডিয়া ইমাম অ্যাসোসিয়েশনের সম্পাদক মাওলানা বাকি বিল্লাহ। প্রধান আলোচক হিসেবে বক্তৃতা করেন ইসলামী শিক্ষা বিভাগের বিশিষ্টজনেরা। স্বাগত বক্তৃতা করেন বিশিষ্ট শিল্পপতি এমডি বশির উদ্দিন, রেহান আহমেদ কুরাইশী ছাড়াও একাধিক বিশিষ্টজনেরা। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক, শিক্ষিকা ও শিক্ষার্থীবৃন্দ অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন। পরে প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীদের অংশগ্রহণে অনুষ্ঠিত ক্বিরাত, হামদ-নাত, রচনা প্রতিযোগিতা, কবিতা আবৃত্তি হয়। বক্তারা দিন বক্তব্য দিতে গিয়ে বলেন,বর্তমান শিক্ষা ব্যবস্থায় ইসলামের কিছুই নেই। ইসলামী শিক্ষা ব্যতিত যতই শিক্ষা গ্রহন করা হোক না কেন, প্রকৃত মানুষ হিসেবে নিজেকে গড়ে তোলা যাবে না। জাগতিক ও পরকালীন জীবনের জন্য কুরআন ও হাদিসের শিক্ষা অর্জন করতে হবে। এজন্য কুরআনের বিশেষ বিশেষ আয়াত ও বিশেষ বিশেষ হাদিস গুলো পাঠ্য পুস্তকে অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। এদিন নবী সাল্লাল্লাহু সাল্লাম এর উপরে বিভিন্ন হাদিস এবং জীবনী আলোচনা করা হয়। মিশনের ছাত্র-ছাত্রীরা নবী সাল্লামের উপরে ইংলিশে বক্তব্য দেন। পরে আখেরি দুয়ার মাধ্যমে এই বিশেষ অনুষ্ঠানের পরিসমাপ্তি ঘটে।

শিক্ষার পাশাপাশি স্বাস্থ্যসেবাতেও ক্রমশ স্থান করে নিচ্ছে কালিয়াচক

নাজমুস সাহাদাত ● কালিয়াচক

আপনজন: শিক্ষাদান প্রদানের পাশাপাশি স্বাস্থ্যসেবাতেও বিশেষ খ্যাতি অর্জন করছে মালদার কালিয়াচক। শিক্ষার মান উন্নয়নে এই কালিয়াচক বিগত কয়েকবছর থেকে শুধু রাজ্য নয় গোটা ভারতবর্ষ ও বিশ্বের দরবারেও সুনাম অর্জন করেছে। এখানে অসংখ্য চিকিৎসক, ইঞ্জিনিয়ার, আইপিএস, গবেষক ছাড়াও মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক পরিক্ষায় রাজ্যস্তরে সর্বোচ্চ স্থানে অধিকার লাভ করে। এদিন রবিবার মালদার কালিয়াচকের জালালপুরের জাতীয় সড়কের ধারে সাড়ম্বর এক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে লাব্বাইক নার্সিংহোম ও ডায়াগনস্টিক সেন্টারের শুভ উদ্বোধন করা হয়। এদিনের শুভ উদ্বোধন অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন, প্রাক্তন অতিরিক্ত মুখ্য মেডিকেল আধিকারিক বি.আর. সিং হাসপাতাল ও প্রাক্তন চেয়ারম্যান মালদা জেলা স্বাস্থ্য নিয়োগ সমিতির বিশিষ্ট চিকিৎসক ডা: মোয়াজ্জেম হোসেন, রাজ্যসভার সাংসদ মৌসম বেনজির নুর, মালদা জেলা পরিষদের সহকারী সভাধিপতি আবু তালেব মুহাম্মদ রাফিকুল হোসেন, শিক্ষারত্ন প্রাপ্ত শিক্ষক সাকিলুর রাহমান, গান্ধী আশ্রমের সম্পাদক বিনোদ সিং, লাব্বাইক নার্সিং হোম ও ডায়াগনস্টিক সেন্টার এর প্রতিষ্ঠাতা ও ডিরেক্টর আব্দুল কাইউম ও আব্দুল লাহিল মামুন প্রমুখ। লাব্বাইক নার্সিংহোম ও ডায়াগনস্টিক সেন্টার এর প্রতিষ্ঠাতা ও ডিরেক্টর আব্দুল কাইউম জানান, আজকে মূলত আমাদের জালালপুর অঞ্চলের ও এবং সমগ্র আপামর জালালপুরবাসীর বহুদিনের একটা স্বপ্ন ছিল যে, এই এলাকায় বেসরকারি স্বাস্থ্যসেবা দেওয়ার কোন নার্সিংহোম ছিল না। সেটা স্বপ্ন পূরণ হল এবং আজকে লাব্বাইক নার্সিংহোম ও ডায়াগনস্টিক সেন্টারের শুভ উদ্বোধন হলো। এই লাব্বাইক নার্সিংহোম একটাই বার্তা দেয় জালালপুর সহ সুজাপুর ও পাশাপাশি বিভিন্ন এলাকার মানুষের পর্যাপ্ত পরিষেবা দেওয়া। আমাদের এখানে সুচিকিৎসা ও মানবিকতার সাথে যে চিকিৎসা দরকার সেই পরিষেবার সততাই আমাদের মূলধন। এছাড়াও আমাদের এখানে স্বল্প পরিমাণে সুচিকিৎসা এবং দরিদ্রদের জন্যে আর্থিক বিশেষ সুবিধা প্রদান দেওয়া হবে। এবং লাব্বাইক অর্থাৎ আমরা উপস্থিত আছি মানুষের পরিষেবা দেওয়ার জন্য, এই অঙ্গীকার নিয়েই আমাদের প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠল।

মহানবী সা. সম্পর্কে কু-মন্তব্যকারীর যাবজ্জীবন সাজা চাই: কামরুজ্জামান

নিজস্ব প্রতিবেদক ● কুলপি

আপনজন: মহানবী (সা.) সম্পর্কে কু-মন্তব্যের প্রতিবাদে দক্ষিণ ২৪ পরগনার ঢোলাহাট ফকির সাহেবের দরবারে এক প্রতিবাদ সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। উদ্যোক্তা ছিলেন মাওলানা নুরুল্লাহ মোল্লা সাহেব। সমাবেশে প্রধান বক্তা হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সংখ্যালঘু যুব ফেডারেশনের রাজ্য সম্পাদক মুহাম্মদ কামরুজ্জামান। সম্প্রতি নরসিংহানন্দ মহারাজ ও রামগিরি মহারাজ মহানবী (সা.) সম্পর্কে যে কুমন্তব্য করেছেন তার তীব্র ভাষায় প্রতিবাদ জানিয়েছেন। উভয়ের বিরুদ্ধে আইনি ব্যবস্থার পাশাপাশি যাবজ্জীবন কারাদণ্ড দেওয়ার দাবি করেছেন। কামরুজ্জামান অভিযোগ করে বলেন যে, এই দুই মহারাজ বিজেপির পেটুয়া। মহানবী সা. সম্পর্কে কু মন্তব্যকারীদের বিরুদ্ধে কঠোর শাস্তি হয় না বলেই এদেশে অনেকেই মানবতার ও শান্তির প্রতীক বিশ্বনবী সম্পর্কে কুবন্তব্য করে হিরো হতে চায়। তিনি বলেন নুপুর শর্মার বিরুদ্ধে সরকার কঠোর ব্যবস্থা নিলে আজকে আবার নতুন করে এই ধরনের সমস্যা তৈরি হত না।

মিলনগড় হাই মাদ্রাসায় ট্যালেন্ট সার্চ পরীক্ষা

নিজস্ব প্রতিবেদক ● মালদা

আপনজন: অল ইন্ডিয়া আইডিয়াল টিচার্স অ্যাসোসিয়েশন (আইটা) পশ্চিম বঙ্গ শাখার পরিচালনায় সারা রাজ্যের সাথে সাথেই মালদহ জেলার হরিশ্চন্দ্র পুর ২ নং ব্লকের অন্তর্গত মিলনগড় সাজ্জাদিয়া হাই মাদ্রাসায় (উঃ মা) অনুষ্ঠিত হয় আইডিয়াল ট্যালেন্ট সার্চ পরীক্ষা -২০২৪ (আইটিএস এক্সামিনেশন '২৪) । মিলনগড় সাজ্জাদিয়া হাই মাদ্রাসা (উঃ মা) সেন্টারে এইচ আর ট্যালেন্ট কেয়ার ইনষ্টিটিউট,আলামিয়া মিশন , ড্রিম চিলড্রেন ইনষ্টিটিউট,ডাহুয়া আল ফালাহ আবাসিক মিশন,কাওয়ামারি আল ইকরা একাডেমী, মতিলাল এম পয়েন্ট একাডেমী,সালেহা শিক্ষা নিকেতন,তালশুর আল নূর মিশন, ডাহুয়া শিশু শিক্ষা নিকেতন, জগন্নাথপুর পিস একাডেমী সহ অন্যান্য সরকারী ও বেসরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে প্রায় ৭৫০ জন পরীক্ষার্থী আইটিএস পরীক্ষায় অংশ গ্রহণ করে। এই পরীক্ষায় মূলত তৃতীয় শ্রেণি থেকে দশম শ্রেণির ছাত্র ছাত্রীরা অংশ গ্রহন করে। পরীক্ষা কেন্দ্রে উপস্থিত ছিলেন আইটার মালদহ জেলা শাখার সহ সম্পাদক মোহাঃ হুমায়ূন, সাহিত্যিক এম ওয়াহেদুর রহমান প্রমুখ।

জেলা জুড়ে উৎসবের উপহার নারায়ণের

এম মেহেদী সানি ● বনগাঁ

আপনজন: তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় নিজের লোকসভার আড়াই লক্ষ মানুষের হাতে দলের নেতা- কর্মীদের মাধ্যমে বাড়ি বাড়ি পুজোর উপহার পৌঁছে দিচ্ছেন। কার্যত সেই পথই অনুসরণ করে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নির্দেশে উত্তর ২৪ পরগনা জেলা পরিষদের সভাধিপতি তথা বিধায়ক ও তৃণমূল নেতা নারায়ণ গোস্বামী জেলার বিভিন্ন এলাকায় শিবির করে এলাকায় দরিদ্র এবং বন্যাপীড়িত কয়েক হাজার মানুষের হাতে ত্রাণ এবং উৎসবের উপহার পৌঁছে দিলেন। রবিবার শারদ উৎসবের আবহে বাগদা, বনগাঁ, গাইঘাটার পাঁচপোতা, সন্দেশখালীর ন্যাজাট, হিঙ্গলগঞ্জ প্রভৃতি স্থানে উত্তর ২৪ পরগনা জেলা তৃণমূল কংগ্রেস আয়োজিত ওই কর্মসূচি থেকে নতুন বস্ত্র, এবং জলমগ্ন এলাকার দুর্গতদের হাতে ত্রাণ সামগ্রী তুলে দেন বিধায়ক তথা জেলা পরিষদের সভাধিপতি নারায়ণ গোস্বামী। উপস্থিত ছিলেন তৃণমূলের অন্যান্য নেতৃত্বরা। বৃষ্টিকে উপেক্ষা করে এ দিন সকালে বাগদার হেলেঞ্চায় প্রথম এই শিবিরের আয়োজন করা হয়। হেলেঞ্চার পর একইভাবে বনগাঁ, গাইঘাটা, সন্দেশখালি, হিঙ্গলগঞ্জ এলাকার দরিদ্র এবং বন্যাদূর্গত মানুষদের হাতে ত্রাণ এবং উপহার সামগ্রী তুলে দেন তৃণমূল নেতৃত্বরা। প্রাকৃতিক দুর্যোগের মধ্যেও উৎসবে যাতে সকলে ভালো থাকেন আনন্দে থাকেন সেই লক্ষ্যেই মানবিক মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দোপাধ্যায়ের নির্দেশে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের অনুপ্রেরণায় এমনই উদ্যোগ বলে জানান সভাধিপতি নারায়ণ গোস্বামী। সাধারণ মানুষের পাশাপাশি দরিদ্র এবং বন্যাদুর্গত মানুষেরা পুজোর আগে নতুন বস্ত্র এবং ত্রাণ সামগ্রী পেয়ে দুহাত ভরে আশীর্বাদের পাশাপাশি ধন্যবাদ জানিয়েছেন নারায়ণ গোস্বামীকে।

জমিয়তে উলামায়ে বাংলার ত্রাণ বিতরণ

নিজস্ব প্রতিবেদক ● হুগলি

আপনজন: ডি ভি সি রাজ্য কে না জানিয়ে একতরফা ভাবে জল ছেড়ে দেওয়ায় পশ্চিমবঙ্গের হুগলি, হাওড়া, মেদিনীপুর সহ কয়েকটি জেলা মারাত্মক ভাবে প্লাবিত হয়েছে, বন্যাকবলিত এলাকায় গত কয়েক দিন জমিয়তে উলামায়ে বাংলার পক্ষথেকে ত্রাণ বিতরণ করা হচ্ছে। এদিন হুগলি জেলার খানাকুল থানার শত্রসল এলাকায় কয়েকশত মানুষের মধ্যে খাদ্য সামগ্রী বিতরণ করা হয়। এদিনের ত্রাণ বিতরণ কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন জমিয়তে উলামায়ে বাংলার সম্পাদক সৈয়দ সাজ্জাদ হোসেন, সহ সভাপতি আলহাজ্ব বদর উদ্দিন আহমদ, মুখ্য সংগঠক ডাঃ কবির আহমেদ,সহ সম্পাদক হাফেজ আজিজ উদ্দিন, রাজারহাট থানা কমিটির সভাপতি আব্দুল হাই পিয়াদা, সম্পাদক মাওলানা সিরাজুল হক , পীরজাদা ফারুকুজ্জামান সহ প্রমুখ। সৈয়দ সাজ্জাদ হোসেন, ডাঃ কবির আহমেদ ও হাফেজ আজিজ উদ্দিন সমস্ত স্বেচ্ছাসেবী সংগঠকের কর্মকর্তা গনকে আরো বেশি করে ত্রাণ বিতরণে এগিয়ে আসার আহ্বান করেন।

বিপুল গাঁজা উদ্ধার বড়ঞায়

সাবের আলি ● বড়ঞা

আপনজন: পুজোর মুখে বিপুল পরিমাণ গাঁজা উদ্ধার হল বড়ঞা থানার । কুলি চৌরাস্তা কাপড়ের হার্ট সংলগ্ন এলাকায়। গাঁজা পাচার করার পরিকল্পনা ছিল। গোপন সূত্রে সেই খবর পেয়ে বড়ঞা থানার পুলিশে হাতেনাতে ধরে ফেলে মহিলা গাঁজা পাচারকারীকে। উদ্ধার হয় তিন কেজি ২৭৫ গ্রাম গাঁজা। পুলিশ জানিয়েছে, ধৃতেরা মহিলার নাম সেলিমা বিবি। পুলিশ সূত্রের খবর, বাইরে থেকে গাঁজা এনে বিক্রি করার জন্য এনেছিল ধৃতেরা।প্রায় তিন কিলো ২৭৫ গ্রাম গাঁজা সহ এক মহিলাকে গ্রেপ্তার করল বড়ঞা থানার পুলিশ। শনিবার ওই মহিলাকে স্থানীয় কুলি কাপড়ের হাট থেকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। ধৃতের নাম সেলিমা বিবি। ধৃতের বাড়ি বড়ঞা থানার খোরজুনা গ্রাম পঞ্চায়েতের অধীনে ভবানীনগর গ্রামে।

গরীবদের পুজোর বস্ত্র বিলি রহমানের

আসিফ রনি ● নবগ্রাম

আপনজন: দুর্গাপূজা উপলক্ষে অসহায়দের পাশে দাঁড়িয়ে সম্প্রীতির বার্তা নবগ্রামের মুসলিম যুবকের। দুর্গাপূজায় গরিব অসহায়দের মাঝেও পুজোর আনন্দ পৌঁছে দেওয়ার লক্ষ্যে নবগ্রামের বিভিন্ন প্রান্তের প্রায় ১৫০ জন মহিলাদের হাতে পোশাক তুলে দেওয়া হচ্ছে সমাজকর্মী সাদ রহমানের উদ্যোগ। বাঙালি হিন্দু সমাজের শ্রেষ্ঠ উৎসব দুর্গা পূজো । আর উৎসব মানুষের জীবনে নিয়ে আসে খুশি। তবে সমাজে রয়েছে বিভিন্ন ধরনের অসহায়, দুঃস্থ, প্রতিবন্ধী ,অসচ্ছল মানুষ,এই সমস্ত পরিবারের মুখে পুজোয় এক ঝলক হাসি ফুটানোর লক্ষ্যে তুলে দেওয়া হয় বস্ত্র। হিন্দু মুসলিমের মাঝে দেওয়া হয় সম্প্রীতির বার্তা। জানা যায় দু বছর থেকে ঈদ ও পুজো উপলক্ষে নবগ্রামের সমাজকর্মী সাদ রহমান ও তার সহযোগিদের উদ্যোগে নবগ্রামের বিভিন্ন প্রান্তের অসহায়, দুঃস্থ , প্রতিবন্ধী মানুষের হাতে তুলে দেওয়া হয় পোশাক। এ বছরও তার ব্যতিক্রম নয়। রবিবার নবগ্রামের কিষান মান্ডিতে আলিয়া এন্টারপ্রাইজের সন্নিকটে বেশ কিছু মহিলার হাতে তুলে দেওয়া হয় পোশাক।

কৃগোধূলির অর্ঘ্য শারদীয়া সংখ্যা প্রকাশ

নিজস্ব প্রতিবেদক ● সালার

আপনজন: রবিবার শিয়ালদহ কৃষ্ণপদ ঘোষ মেমোরিয়াল হলে আনুষ্ঠানিকভাবে প্রকাশ করা হয় গোধূলির মন্থন সাহিত্য পত্রিকার শারদীয়া পত্রিকা গোধূলির অর্ঘ্য ২০২৪। প্রদীপ প্রজ্জ্বলনের পর উদ্বোধনী সংগীতের মাধ্যমে অনুষ্ঠানের সূচনা করা হয়। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন পত্রিকার সভাপতি বীরেশচন্দ্র ঘোষ। প্রধান অতিথির আসন অলংকৃত করেন বিশিষ্ট সাংবাদিক ও কবি বরুণ চক্রবর্তী। এছাড়া উপস্থিত ছিলেন গোধূলির মন্থন সাহিত্য পত্রিকার মুখ্য উপদেষ্টা দেবনারায়ন দাস, আনন্দম পত্রিকার সম্পাদক হারাধন ভট্টাচার্য, পত্রিকার সম্পাদিকা শুভ্রা দে,ডক্টর সহদেব দলুই,সুব্রত দেব রায়, সাংবাদিক ও কবি শেখ সিরাজ, নীলরতন কুন্ডু সহ আরো অনেকে। পত্রিকার সম্পাদিকা শুভ্রা দে সহ সম্মানীয় অতিথিগন আনুষ্ঠানিকভাবে পত্রিকার মোড়ক উন্মোচন করেন। স্বরচিত কবিতা পাঠ করেন নাসিরা বেগম, শেখ সিরাজ, নীলরতন কুন্ডু এবং আরো অনেকে। অনুষ্ঠানে সুন্দর ও সুরেলা কণ্ঠে সংগীত পরিবেশন করেন শিশু শিল্পী রুচিরা ঘোষ।

রদ্রি-হীন সিটি'র হাল ধরলেন কোভাচিচ, জোড়া গোল উৎসর্গ করলেন অনাগত সন্তানকে

আপনজন ডেস্ক: পুরো মৌসুমের জন্য স্প্যানিশ মিডফিল্ডার রদ্রির ছিটকে পড়া ম্যানচেস্টার সিটিকে বড় ধাক্কা দেওয়ার পর দলের হাল ধরেছেন ক্রোয়েশিয়ার মাতেও কোভাচিচ। প্রতিপক্ষের জন্য ত্রাস হয়ে উঠছেন তিনি। শনিবার ফুলহ্যামের বিপক্ষে ম্যানসিটির ৩-২ গোলের জয়ে জোড়া গোল করেন কোভাচিচ। জোড়া গোল উৎসর্গ করেন অনাগত সন্তান 'লিটন ওয়ানকে'।

ম্যান সিটির মাঝমাঠে রদ্রি নেই, নেই কেভিন ডে ব্রুইনেও। গত মাসের মাঝামাঝি চ্যাম্পিয়ন্স লীগে ইন্টার মিলানের বিপক্ষে ম্যাচে চোট পেয়ে ছিটকে পড়েন বেলজিয়ামের তারকা প্লেমেকার কেভিন ডে ব্রুইনে। এর চার দিনের মাথায় প্রিমিয়ার লীগে আর্সেনালের সঙ্গে ম্যাচে লিগামেন্টের চোটে পুরো মৌসুমের জন্য ছিটকে যান রদ্রি। দু'টি ম্যাচেই ড্র করে ম্যান সিটি। তাদের অনুপস্থিতিতে দারুণভাবে নিজেকে মেলে ধরেছেন ক্রোয়েট মিডফিল্ডার কোভা।

শনিবার ফুলহ্যামের বিপক্ষে কোভাচিচের পারফরম্যান্স সিটির দুর্ভাবনা বলা যায় অনেকটাই কমিয়ে দিয়েছে। ২৬তম মিনিটে ফুলহ্যামের ব্রাজিলিয়ান মিডফিল্ডার আন্দ্রেস পেরেইরার গোলে শুরুতেই পিছিয়ে পড়ে সিটিজেনরা। মাত্র ছয় মিনিট পর দারুণ নৈপুণ্যে সমতা টানেন কোভাচিচ।

দ্বিতীয়ার্ধের দ্বিতীয় মিনিটে দলকে এগিয়েও নেন এই ক্রোয়াট মিডফিল্ডার।

৮২তম মিনিটে বেলজিয়ামের ফরোয়ার্ড জেরেমি ডোকুর গোলে জয়ের পথে আরেকটু এগিয়ে যায় শিরোপাধারীরা। ৮৮তম মিনিটে ফুলহ্যামের ব্রাজিলিয়ান ফরোয়ার্ড গোল করে ব্যবধান কমালেও সিটির জয়ের পথে তা কোনো বাধা হতে পারেনি।

ম্যাচ শেষে জয়ের নায়ক কোভাচিচের উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেন সিটি কোচ পেপ গার্দিওলা। সিটিজেনদের কোচ বলেন, 'প্রথম গোলটি ছিল দুর্দান্ত, দ্বিতীয়টিও ভালো। কোভা সত্যিই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে। এখন প্রতিপক্ষ দলগুলো জানে যে, তারা তাকে একা ছাড়তে পারবে না, অন্যথায় সে একটা গোল করে ফেলবে।'

দারুণ এই জয়ে শীর্ষে থাকা লিভারপুলের সঙ্গে ১ পয়েন্টের ব্যবধান ধরে রেখেছে সিটি। সাত ম্যাচে আর্সেনালের সমান ১৭ পয়েন্ট নিয়ে গোল ব্যবধানে এগিয়ে দ্বিতীয় স্থানে আছে গার্দিওলার দল। ১৮ পয়েন্ট নিয়ে শীর্ষে লিভারপুল।

পাকিস্তান দলে 'অন্যায় হয়েছে' ইমাম-উল-হকের সঙ্গে

আপনজন ডেস্ক: ক্রিকেটমঞ্চে আগমনের পর প্রতিভার চেয়ে পারিবারিক সম্পর্কের কারণে বেশি আলোচিত হয়েছেন পাকিস্তানি ওপেনার ইমাম-উল-হক। মূলত পাকিস্তানের কিংবদন্তি ক্রিকেটার ইনজামাম-উল-হকের ভাতিজা হওয়ার কারণেই এমন পরিস্থিতির মধ্যে পড়তে হয়েছিল ইমামকে। বিভিন্ন সময় স্বজনপ্রীতির কারণে ইমাম দলে জায়গা পেয়েছেন বলেও মন্তব্য করেছেন কেউ কেউ। অন্যদিকে পাকিস্তানের কিংবদন্তি ব্যাটসম্যান চাচা ইনজামামের সঙ্গে অসম তুলনার কারণেও বিব্রতকর অবস্থায় পড়তে হয়েছিল তাঁকে। এমন সমালোচনামুখর পরিস্থিতির মধ্যেও ইমামের পরিসংখ্যান একেবারে খারাপ নয়। ২৪ টেস্টে ৩৭.৩৩ গড়ে ১,৫৬৮ রান করেছেন ইমাম। ৩টি সেঞ্চুরির সঙ্গে আছে ৯টি ফিফটি। আর ওয়ানডেতে ৭২ ম্যাচে ৪৮.২৭ গড়ে তাঁর রান ৩,১৩৮। ৯ সেঞ্চুরির পাশাপাশি ফিফটি আছে ২০টি।

এরপরও অবশ্য বিভিন্ন সময় সমালোচনার মুখে পড়তে হয়েছে ইমামকে এবং বর্তমানেও আছেন দলের বাইরে। চলতি বছর এখন পর্যন্ত কোনো আন্তর্জাতিক ম্যাচ খেলা হয়নি তাঁর। ইমাম অবশ্য মনে করেন, পাকিস্তান দলে তাঁর সঙ্গে 'অন্যায়' করা হয়েছে।

সম্প্রতি তাবিশ হাশমির উপস্থাপনায় 'হাসনা মানা হে' নামের এক অনুষ্ঠানে স্ত্রী আনমোলকে নিয়ে সাক্ষাৎকার দিতে আসেন ইমাম।

বিনোদনমূলক সেই অনুষ্ঠানে নিজের দাম্পত্য জীবনসহ নানা বিষয় নিয়ে কথা বলেন ইমাম। সেই সাক্ষাৎকারে 'হ্যাঁ' বা 'না'তে জবাব দেওয়ার মতো কিছু চটজলদি প্রশ্ন করা হয় ইমামকে। সেই কথোপকথনেই নিজের প্রতি হওয়া অন্যায়ের কথা বলেন ইমাম।

তাবিশ ইমামকে শুরুতেই জিজ্ঞাসা করেন, 'আপনার সঙ্গে কি দলে অন্যায় হয়েছে?' একটু ভেবে ইমাম এক শব্দে উত্তর দেন, 'হ্যাঁ'। পরের প্রশ্নটি ছিল অধিনায়কত্ব নিয়ে। উপস্থাপক জিজ্ঞাসা করেন, 'আপনি কি এ সময় দলকে আরও ভালোভাবে নেতৃত্ব দিতে পারবেন?' এর উত্তরে অবশ্য ভাবতে হয়নি ইমামকে। তিনি বলেন, 'না'।

এরপরের প্রশ্ন ছিল ইনজামাম-উল-হক কি মিসবাহ উল হকের চেয়ে ভালো অধিনায়ক ছিলেন? ইমাম বলেন, 'হ্যাঁ'। তাবিশের পরের প্রশ্নটি অবশ্য মজার ছিল। তিনি জিজ্ঞাসা করেন, 'বাবর আজমকে কি ওপেনিং পজিশন ছেড়ে দিয়ে বিয়ে করা উচিত?' উত্তরে ইমাম হেসে উত্তর দিয়ে বলেন, 'না'।

এ অনুষ্ঠানে বিবাহ-পরবর্তী জীবন নিয়েও প্রশ্ন আসে ইমামের কাছে। এক দর্শক জানতে চান, বিয়ে ইমামকে বদলে দিয়েছে কি না? জবাবে ইমাম বলেছেন, 'গত এক-দেড় বছরে আমাদের এখানে খেলা হয়েছে কম, বরং বিয়ে হয়েছে বেশি। আমার জীবনে খুব বেশি বদল আসেনি। আমি যেটা আগেই বলেছিলাম, দুই বছরের বন্ধুত্ব ছিল আমাদের। এটা আমার জন্য অনেক গুরুত্বপূর্ণ ছিল। আমি যেমন মানুষ, আমার যে পার্টনার, সে যেন আমার লাইফস্টাইলকে বুঝতে পারে। ফলে আমার জন্য কঠিন হয়নি। সে আমাকে খুব ভালোভাবেই চেনে।'

হার্দিকের ব্যাটে ৪৯ বল বাকি থাকতেই জয়

আপনজন ডেস্ক: বাংলাদেশ-ভারত টি-টোয়েন্টি সিরিজের প্রথম ম্যাচ দিয়ে উদ্বোধন হবে শহরের নতুন স্টেডিয়ামের। মধ্যপ্রদেশ ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশনের আয়োজনটাকে সফল করতেই যেন পুরো শহর এসে শংকরপুরে হাজির। তাঁদের হতাশ করেনি টি-টোয়েন্টির বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন ভারত। আজ টসে জিতে বাংলাদেশকে ব্যাটিংয়ের আমন্ত্রণ জানিয়ে ১ বল আগেই অলআউট করে সূর্যকুমারের দল। নাজমুল হোসেন ও মেহেদী হাসান মিরাজের দুটি মাঝারি ইনিংস বাংলাদেশের রানটাকে কোনোরকমে ১২৭-এ নিয়ে যায়। চেন্নাই থেকে শুরু হওয়া ভারত সফরে ধারাবাহিকভাবে ব্যর্থ ব্যাটিং লাইনআপ আজ আরও একবার ভেঙে পড়ল ভারতের তরুণ বোলিং আক্রমণের সামনে। ছোট্ট রানটাকে চার-ছক্কার বৃষ্টি নামিয়ে তাড়া করে ভারত। অভিষেক, সূর্যকুমারের পর হার্দিক পান্ডিয়ার বিস্ফোরক ব্যাটিংয়ে মাত্র ১১.৫ ওভারেই ৩ উইকেট হারিয়ে জয়ের বন্দরে পৌঁছে যায় দলটি। ভারতের ইনিংসের প্রথম কয়েক ওভারে মনে হচ্ছিল, ম্যাচটা বুঝি শুরুর আগেই শেষ হয়ে যাবে! সঞ্জু স্যামসনের সঙ্গে গত আইপিএলে ২০৪ স্ট্রাইক রেটে খেলা অভিষেক শর্মা উদ্বোধনে নেমেছিলেন। কী হতে পারে, তা অনুমান করাই যাচ্ছিল। ৭ বলে ২টি চার ও ১টি ছক্কায় ১৬ রান করে ফেলা অভিষেক পূর্বানুমানকে সত্য প্রমাণ করছিলেন। ভাগ্য ভালো, তাসকিন আহমেদের করা দ্বিতীয় ওভারে তাওহিদ হৃদয়ের সরাসরি থ্রোয়ে রানআউট হন অভিষেক। উইকেট পড়লেও ভারত যে গতিতে খেলেছে, তাতে মনে হয়েছে, খেলাটা ১০ ওভারেই শেষ করতে হবে। মোস্তাফিজের বলে আউট হওয়ার আগে সূর্যকুমার এসেই ১৪ বলে ২৯ রান করে গেলেন, সঞ্জুর ২৯ রান আসে ১৯ বলে। মিরাজের বলে আউট হন তিনি। বাকি পথটা পাড়ি দেন দুই অলরাউন্ডার হার্দিক পান্ডিয়া ও নীতীশ রেড্ডি। পান্ডিয়ার ৩৯ রান আসে মাত্র ১৬ বলে, ৫টি চার ও ২টি ছক্কা ছিল তাঁর ইনিংসে। নীতীশ ১৫ বলে ১৬ রানে অপরাজিত ছিলেন। তরুণ এই ক্রিকেটার আরেকটু মেরে খেললেই ১০ ওভারে জিতে যেত ভারত। বাংলাদেশের ব্যাটিংয়ের শুরুর গল্পটা ছিল পুরোই উল্টো। গত জুন-জুলাইয়ের টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের পর প্রথম আন্তর্জাতিক টি-টোয়েন্টি খেলতে নেমে নতুন উদ্বোধনী জুটি পেল বাংলাদেশ দল। তানজিদ হাসানের জায়গায় ২০২২ সালে টি-টোয়েন্টি অভিষেক হওয়া পারভেজ হোসেনকে সুযোগ দেওয়া হয়, সঙ্গী অভিজ্ঞ লিটন দাস।

কিন্তু ইনিংসের প্রথম ওভারে অর্শদীপ সিংয়ের বলে পয়েন্টে চার মেরে পরের বলেই আড়াআড়ি শট খেলতে গিয়ে ক্যাচআউট লিটন। ২ বলে ৪ রান করা লিটনের মতোই ছিল পারভেজের ইনিংস, ১ ছক্কায় ৯ বলে ৮ রান। বোল্ড হয়েছেন সেই অর্শদীপকে লেগের দিক দিয়ে উড়িয়ে মারতে গিয়ে। ১৪ রানে ২ উইকেট নেই বাংলাদেশের। প্রেসবক্সে কেউ একজন বলে উঠলেন, 'বাংলাদেশের ব্যাটিং শুরু হবে এখন। ২ উইকেট তো বোনাস!'

এমন মন্তব্যের কারণ, তাওহিদ হৃদয় তখনই ক্রিজে এসেছেন। অধিনায়ক নাজমুল হোসেনও শুরুর কয়েকটি বল ভালোই খেললেন। দুজন মিলে বরুণ চক্রবর্তীর করা পঞ্চম ওভারে নিলেন ১৫ রান, বাংলাদেশের রান তখন ২ উইকেটে ৩৯।

পাওয়ারপ্লের শেষ ওভারে যদি ১০ রানের মতো আসে, তাহলে প্রথম ৬ ওভারের লড়াইয়ে কিছুটা হলেও এগিয়ে থাকত বাংলাদেশ।

কিন্তু আন্তর্জাতিক অভিষেকে ভারতের নতুন গতি তারকা মায়াঙ্ক যাদব ১০ রান তো দূরের কথা, ষষ্ঠ ওভারে ১ রানও দিলেন না।

অভিষেক ম্যাচের প্রথম ওভারেই মেইডেন, আর সে ওভারে স্ট্রাইকে ছিলেন হৃদয়।

পরের ওভারে বরুণের বলে হৃদয় আবারও স্ট্রাইকে, আরও ১টি ডট বল। টানা ৭ ডট বলের চাপ সরাতে গিয়ে ছক্কা মারার চেষ্টায় বাউন্ডারি সীমানায় ক্যাচ তোলেন হৃদয়।

১৩তম ওভারে ক্রিজে ছিলেন মেহেদী হাসান মিরাজ ও রিশাদ হোসেন। নাজমুল (২৭), মাহমুদউল্লাহ (১), জাকের আলী (৮) লম্বা ইনিংস খেলতে পারেননি। রিয়াদ ও জাকের মারতে গিয়ে আউট হয়েছেন। নাজমুলকে বোকা বানিয়ে রিটার্ন ক্যাচের ফাঁদে ফেলেছেন ওয়াশিংটন সুন্দর। লোয়ার অর্ডার থেকে বাংলাদেশ পেয়েছে রিশাদের ১১ রান আর তাসকিন আহমেদের ১২ রান।

শেষ পর্যন্ত টিকে ছিলেন এক বছর পর টি-টোয়েন্টি খেলতে নামা মিরাজ। ৩ বাউন্ডারিতে ৩২ বলে ৩৫ রানে অপরাজিত ছিলেন তিনি। ভারতের হয়ে মাত্র ১৪ রান দিয়ে ৩ উইকেট নিয়েছেন অর্শদীপ, বরুণ সবচেয়ে বেশি ৩১ রান দিলেও তাঁর শিকার ৩ উইকেট।

২০২৫-এ আইপিএল নিলাম হওয়ার সম্ভাবনা সৌদি আরবের

আপনজন ডেস্ক: ভারতের বাইরে আইপিএলের নিলাম অনুষ্ঠিত হওয়ার ঘটনা নতুন কিছু নয়। গতবারই নিলাম বসেছিল সংযুক্ত আরব আমিরাতের দুবাইয়ে। ২০২৫ আসর সামনে রেখে আগামী নভেম্বরে মেগা (বড় পরিসরে) নিলামও হতে পারে বিদেশে। সেটা মধ্যপ্রাচ্যেরই আরেক দেশ সৌদি আরবে। ক্রিকেটবিষয়ক ওয়েবসাইট ক্রিকবাজ এ তথ্য জানিয়েছে। সাধারণত প্রতি তিন বা চার বছর পরপর আইপিএলের মেগা নিলাম অনুষ্ঠিত হয়। এবার অবশ্য দুই বছর পরই হচ্ছে সেটি। বড় পরিসরের আগের চারটি (২০১১, ২০১৪, ২০১৮ ও ২০২২) নিলাম ভারতেই হয়েছিল। প্রতিবারই শহর হিসেবে বেছে নেওয়া হয়েছিল বেঙ্গালুরুকে।

ধারণা করা হচ্ছিল, ২০২৫ আসর সামনে রেখে নভেম্বরে মেগা নিলাম ভারতেরই কোনো শহরে হবে। দেশটির বেশ কয়েকটি সংবাদমাধ্যম তো নিলামের প্রাথমিক স্থান হিসেবে কলকাতা অথবা দিল্লির নামও জানিয়েছিল।

যদিও ক্রিকবাজ গত সেপ্টেম্বরেই জানায়, মেগা নিলাম হতে পারে লন্ডন অথবা দুবাইয়ে। মাস ঘুরতেই এবার ক্রিকবাজই জানাল, নিলাম হতে পারে সৌদি আরবের রাজধানী রিয়াদ অথবা বন্দরনগরী জেদ্দায়। এতে ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ডের (বিসিসিআই) খরচ অনেক বাড়বে।

সংবাদমাধ্যমটির প্রতিবেদনে জানানো হয়েছে, নভেম্বরের শেষ দিকে লন্ডনে শীতকাল চলে আসবে। ঠান্ডা আবহাওয়ায় নিলাম আয়োজন বিসিসিআইয়ের জন্য চ্যালেঞ্জিং হয়ে দাঁড়াবে। দুবাইকে এখনো বিবেচনায় রাখা হয়েছে। তবে প্রাথমিকভাবে বিকল্প হিসেবে দেখা হচ্ছে না।

সৌদি আরবে প্রথমবারের মতো আইপিএল নিলাম আয়োজন করার সবচেয়ে বড় কারণ ক্রিকেটের পেছনে দেশটির বড় অঙ্কের বিনিয়োগের পরিকল্পনা। বিসিসিআইয়েরও ইচ্ছা, মধ্যপ্রাচ্যে তাদের কর্মকাণ্ড আরও প্রসারিত করা ও ক্রিকেটকে ছড়িয়ে দেওয়া। তাই রিয়াদ কিংবা জেদ্দায় আইপিএলের মেগা নিলাম হলে বিসিসিআইকে বাড়তি খরচ করতে হলেও ভবিষ্যতের জন্য তা ফলপ্রসূ হবে বলে মনে করা হচ্ছে।

বিশ্ব ক্রীড়াঙ্গনে নিজদের অবস্থান শক্ত করতে ফুটবল, গলফ, বক্সিং, রেসিংসহ আরও অনেক খেলায় অঢেল অর্থ ঢালতে শুরু করেছে সৌদি আরব। দেশটির সার্বভৌম সম্পদ তহবিল 'পাবলিক ইনভেস্টমেন্ট ফান্ড' (পিআইএফ) ভারতে 'দ্বিতীয় আইপিএল' আয়োজনের পরিকল্পনাও করে রেখেছে। বাণিজ্যবিষয়ক বার্তা সংস্থা ব্লুমবার্গ গত বছর জানিয়েছিল, সৌদি যুবরাজ মোহাম্মদ বিন সালমান আইপিএলের একটি হোল্ডিং কোম্পানিতে বিনিয়োগ করতে আগ্রহী। সম্ভাব্য পৃষ্ঠপোষকেরাও প্রস্তাবিত লিগ নিয়ে ইতিবাচক সাড়া দিয়েছেন।

প্রতি বছর শরৎকালে (সেপ্টেম্বর-অক্টোবর) নতুন লিগ আয়োজন করতে চায় সৌদি। এটি হতে পারে টি-টেন সংস্করণের। বিসিসিআইও অনেক দিন ধরে আরেকটি ফ্র্যাঞ্চাইজি প্রতিযোগিতা চালুর বিষয়টি বিবেচনা করে আসছে। পরিকল্পনা বাস্তবায়িত হলে আইপিএলকে ছাড়িয়ে এটাই হবে বিশ্বের সবচেয়ে ধনী ফ্র্যাঞ্চাইজি ক্রিকেট লিগ। সৌদিতে আইপিএলের মেগা নিলাম আয়োজন এসব পরিকল্পনা বাস্তবায়নেরই প্রথম পদক্ষেপ হতে পারে।

লজিস্টিক্যাল দৃষ্টিকোণ থেকে বিসিসিআইও দুই দিনব্যাপী মেগা নিলাম আয়োজন করতে উপযুক্ত স্থান খুঁজছে। ১০ ফ্র্যাঞ্চাইজি ছাড়াও আইপিএলের অফিশিয়াল সম্প্রচারমাধ্যম হটস্টার ও জিওর কর্মীদেরও সব ধরনের সুযোগ-সুবিধার ব্যবস্থা করতে হবে। সব মিলিয়ে তাই রিয়াদ কিংবা জেদ্দাকেই নিলামের সম্ভাব্য সেরা স্থান মনে করা হচ্ছে।

নভেম্বরে শেষ সপ্তাহে অস্ট্রেলিয়া-ভারত পার্থ টেস্টের পরপরই মেগা নিলাম হতে পারে। ৩১ অক্টোবরের মধ্যে ১০ ফ্র্যাঞ্চাইজিকে ধরে রাখা খেলোয়াড়দের তালিকা বিসিসিআইয়ের কাছে জমা দিতে হবে। খেলোয়াড়দের নিলামে নাম লেখানোর শেষ দিনও ৩১ অক্টোবর।

গোলের সুযোগ তৈরি করায় এগিয়ে মেসি ও নেভেস

আপনজন ডেস্ক: লিওনেল মেসি স্ট্রাইকার নন, গোল করা তাঁর প্রধান কাজ নয়। খেলেন উইঙ্গার হিসেবে, কখনো আবার অ্যাটাকিং মিডফিল্ডারের জায়গায়। 'নাম্বার নাইন'র বাইরে যাঁরা খেলেন, তাঁদের কাজই মূলত গোলের সুযোগ তৈরি করা। অন্য অর্থে 'প্লেমেকার'। দীর্ঘদিন ধরে মেসির খেলা দেখেন, এমন সবারই জানা ম্যাচে সুযোগ তৈরিতে মেসির গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকাই থাকে। কিন্তু সেটা ঠিক কতটা? মেসি এখন ইউরোপে খেলেন না। ইউরোপের শীর্ষ পাঁচ লিগে এখন তরুণদেরই বেশি জয়জয়কার। সেখানেই-বা কারা এখন গোলের সুযোগ তৈরি করার শীর্ষ খেলোয়াড়? গোলের সুযোগ বেশি তৈরি করেন কারা? এই সব প্রশ্নের উত্তর খুঁজেছে সুইজারল্যান্ডভিত্তিক গবেষণা প্রতিষ্ঠান সিআইইএস ফুটবল অবজারভেটরি। চলতি মৌসুমে অন্তত ৩৬০ মিনিট মাঠে ছিলেন, এমন খেলোয়াড়দের নিয়ে করা এই গবেষণায় ইউরোপে শীর্ষ পাঁচ লিগের মধ্যে এক নম্বরে জায়গা করেছেন পিএসজির জোয়াও নেভেস। আর শীর্ষ পাঁচ লিগের বাইরের লিগগুলোতে সবার ওপরে ইন্টার মায়ামিতে খেলা মেসির নাম। সিআইইএস নির্দিষ্ট কিছু সূচকের ওপর ভিত্তি করে বেশি সুযোগ তৈরি করা খেলোয়াড়দের বের করেছে। এর মধ্যে আছে কতগুলো পাস থেকে অন্যরা গোল করেছেন বা গোলের সহজ সুযোগ তৈরি হয়েছে, গোলে সহায়তা করা খেলোয়াড়দের কাছে কতগুলো পাস গেছে (সেকেন্ড অ্যাসিস্ট) এবং কতগুলো পাস প্রতিপক্ষের রক্ষণদেয়াল ভেদ করে নিজের সতীর্থের কাছে গেছে। 'চান্স ক্রিয়েটর' হওয়ার সুযোগ বেশি থাকে অ্যাটাকিং মিডফিল্ডার ও উইঙ্গারদের। তবে সিআইইএস বিবেচনায় নিয়েছে সেন্টার ফরোয়ার্ড, ডিফেন্সিভ ও সেন্ট্রাল মিডফিল্ডার, উইং ও ফুল ব্যাক সব পজিশনকেই। দেখা যাচ্ছে, ইউরোপের শীর্ষ পাঁচ লিগের মধ্যে মোট ১০০ পয়েন্টের মধ্যে ৯৯.৪ পয়েন্ট অর্জন করেছেন নেভেস। ২০ বছর বয়সী ডিফেন্সিভ মিডফিল্ডার এ বছরই বেনফিকা থেকে পিএসজিতে যোগ দেন। গোলের সুযোগ তৈরি মানেই গোলে শীর্ষ সহায়তাকারী নন, তবু এবারের ফ্রেঞ্চ লিগে এরই মধ্যে ৬ গোলে অ্যাসিস্ট হয়ে গেছে তাঁর। নেভেস যে গোলের সুযোগ তৈরিতে খুব ভালো খেলেছেন, তা স্পষ্ট দ্বিতীয় স্থানে থাকা খেলোয়াড়ের সঙ্গে পার্থক্যেও। বেশ খানিকটা পেছনে ৯৪.৩ পয়েন্ট নিয়ে দ্বিতীয় স্থানে কোল পালমার। চেলসির ২২ বছর বয়সী এই অ্যাটাকিং মিডফিল্ডার অবশ্য এবারের প্রিমিয়ার লিগে প্রথম ৬ ম্যাচে ৬টি গোলও করেছেন। ইউরোপের শীর্ষ পাঁচ লিগের তালিকায় শীর্ষ পাঁচের বাকি তিনটি জায়গায় যথাক্রমে বুন্দেসলিগার ব্রেমেনে খেলা রোমানো স্কিমিড (৯০.৯), লা লিগার বার্সেলোনায় খেলা লামিনে ইয়ামাল (৯০.৩) এবং একই লিগে ভিয়ারিয়ালে খেলা অ্যালেক্স বায়েনা (৯০.২)। প্রিমিয়ার লিগ, লা লিগা, বুন্দেসলিগা, সিরি আ ও লিগ আঁ-র বাইরে বিশ্বের ৬০টি লিগ নিয়ে আরেকটি তালিকা তৈরি করেছে সিআইইএস। এখানে ইন্টার মায়ামিতে খেলা মেসির পয়েন্ট ৯৮.২। ৩৭ বছর বয়সী মেসির পর দ্বিতীয় স্থানে ইনিও ভিসেন্তে (৩৪.৪), যিনি খেলেন স্পেনের দ্বিতীয় স্তরের দল রেসিংয়ে। মেজর লিগ সকারের দল লস অ্যাঞ্জেলেস গ্যালাক্সিতে খেলা রিকি পিগ ৯৪ পয়েন্ট নিয়ে আছেন তিন নম্বরে। শীর্ষ পাঁচের অন্য দুটি যথাক্রমে কাতারের ক্লাব আল সাদের উইঙ্গার আকরাম আফিফ (৯৩.৪) এবং সার্বিয়ান লিগের পার্টিজানে খেলা মিডফিল্ডার বেবার্স নাতচো (৯২.৪)। সৌদি প্রো লিগের খেলোয়াড়দের মধ্যে সবার ওপরে আল-ইত্তিহাদের মুসা দিয়াবি (৯২.৪)। আল নাসর উইঙ্গার সাদিও মানের পয়েন্ট ৮৪.৭, আল ইত্তিহাদ ফরোয়ার্ড করিম বেনজেমার ৮১.৬। সর্বনিম্ন ৮০.৩ পয়েন্ট পাওয়া খেলোয়াড়দের তালিকা প্রকাশ করা হয়েছে। এর মধ্যে ক্রিস্টিয়ানো রোনাল্ডো নেই।

মুখ্যমন্ত্রীর ভাইয়ের পরিবর্তে রাজ্য হকি সংস্থার নতুন সভাপতি দমকল মন্ত্রী

আপনজন ডেস্ক: রাজ্য হকি সংস্থায় হঠাৎ সভাপতি বদল। নতুন সভাপতি হলেন দমকল মন্ত্রী সুজিত বসু। তিনি মুখ্যমন্ত্রীর ভাইয়ের পরিবর্তে নতুন সভাপতি হলেন। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ভাই হিসেবে কলকাতা ময়দানে অত্যন্ত প্রভাবশালী হয়ে উঠেছেন স্বপন বন্দ্যোপাধ্যায় ওরফে বাবুন। গড়ের মাঠে তিনি বাবুনদা নামে পরিচিত। মোহনবাগান অ্যাথলেটিক ক্লাবের ফুটবল সচিব হওয়ার পর গড়ের মাঠে তাঁর প্রভাব বেড়ে যায়। রাজ্য হকি সংস্থার সভাপতিও হন বাবুন। তিনি ১২ বছর হকি সংস্থার সভাপতি হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন। ২০১২ সালে বেঙ্গল হকি অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি হওয়ার পর তিনি রাজ্যে হকির প্রসারের জন্য কাজ করেছেন বলে দাবি ঘনিষ্ঠদের। কিন্তু এবার সেই বাবুনই রাজ্য হকি সংস্থা থেকে সরে গেলেন। তাঁর হকি সংস্থা থেকে সরে যাওয়ার কারণ নিয়ে জল্পনা তৈরি হয়েছে। বাবুন বেঙ্গল হকি অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি হওয়ার পর এই সংস্থার নাম বদলে করেন হকি বেঙ্গল। কলকাতা ময়দানে অ্যাস্ট্রোটার্ফ না থাকার কারণে দীর্ঘদিন ধরে সমস্যায় রয়েছেন হকি খেলোয়াড়রা। গত কয়েক দশক ধরে অ্যাস্ট্রোটার্ফের দাবি উঠছিল। বাবুন হকি সংস্থার সভাপতি হওয়ার পর সল্টলেক ও হাওড়ার ডুমুরজলায় অ্যাস্ট্রোটার্ফ তৈরির উদ্যোগ নিয়েছেন। দুই স্টেডিয়ামেই কাজ চলছে। হকি বেঙ্গল সূত্রে খবর, একটানা ১২ বছর পর সভাপতি পদে থাকার পর বাবুনকে সরে যেতেই হত। নিয়মের কারণেই তাঁর পক্ষে আর এই পদে থাকা সম্ভব হল না। শাসক দলের একাংশের দাবি, মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে বাবুনের সম্পর্ক খুব একটা ভালো নয়। নানা কারণে তাঁদের মধ্যে দূরত্ব তৈরি হয়েছে। বাবুনের পরিবর্তে সুজিতের হকি সংস্থার সভাপতি হওয়া হয়তো সেই কারণেই।

মুদ্রক, প্রকাশক ও স্বত্বাধিকারী জাইদুল হক কর্তৃক ৯৪/২ কলিন স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০১৬ থেকে প্রকাশিত ও সমর প্রিন্টেক, ২৯ তপসিয়া রোড সাউথ, কলকাতা-৭০০০৪৬ থেকে মুদ্রিত। **সম্পাদকীয় দফতর:** আপনজন পাবলিকেশন, ৬ কিড স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০১৬। সম্পাদক: **জাইদুল হক**।
Printed, Published and owned by Zaidul Haque, Published from 94/2 Collin Street, Kolkata-700016, Printed at Samar Printech, 29 Topsia Road South, Kolkata-700046. **Editorial Office:** 6 Kyd Street, Kolkata-700016. M: 9748892902 **Editor: Zaidul Haque**